CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 December, 2023 ■ আগরতলা ৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদী ঝড়ে কুপোকাৎ কংগ্রেস

ছত্তিশগড়

বিজেপি	৫৪
আইএনসি	৩৫
জিজিপি	১
সর্বমোট	৯০

মধ্যপ্রদেশ

বিজেপি	১৬৩
আইএনসি	৬৬
ভারত আদিবাসী	১
সর্বমোট	২৩০

রাজস্থান

বিজেপি	১১৫
আইএনসি	৬৯
ভারত আদিবাসী	৩
বিএসপি	২
আরএলডি	১
আরএলটিপি	৮
স্বাধীন	৮
সর্বমোট	১৯

তেলেঙ্গানা

আইএনসি	৬৪
বিএইচআরএস	৩৯
বিজেপি	৮
এআইএমআইএস	৭
সিপিআই	১
সর্বমোট	১১৯

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর।। ঝড় এভাবে আছড়ে পড়বে রবিবাসরীয় সকালে চার রাজ্যে ভোট গণনা শুরু হওয়ার পূর্বে আন্দান করতে পারেনি কংগ্রেস। একা মোদী কংগ্রেসকে তিন রাজ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। আজ চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। মোদী ঝড়ে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে। তেলেঙ্গানায় সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কোনও মতে মুখ রক্ষা হয়েছে।

রাজস্থানে পাল্টে গেল মসনদ। কংগ্রেসের হাত থেকে মরুরাজ্যের তখত ছিনিয়ে নিল বিজেপি। ২০০ আসনের রাজস্থান বিধানসভায় ভোট হয়েছিল ১৯৯টি আসনে। এর মধ্যে ১১৫টি আসন গেল বিজেপির দখলে।

২০০ আসনের রাজস্থানে ২৫ নভেম্বর ভোট হয়েছে ১৯৯টি বিধানসভা আসনে। কড়া নিরাপত্তায় চলা সেই ভোটের ফলই বেরিয়েছে রবিবার। তাতেই দেখা গেল কংগ্রেসের হাত থেকে রাজস্থানের ক্ষমতা যাচ্ছে বিজেপির কাছে। রাজস্থানে সরকার গড়তে প্রয়োজন ১০১টি আসন। বিজেপি ইতিমধ্যেই জয়ী হয়েছে ১১৫টি আসনে, ৬৯ আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস ও বিএসপি ২টি আসন সহ অন্যান্যরা ১৫টি আসনে জয়ী হয়েছে। এই রাজ্যেও পালাবদল নিশ্চিত। হারের মুখ দেখতে চলেছে অশোক গেহলটের সরকার।

এই পরাজয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশোক গেহলট বলেছেন, ''আমি সবসময়ই বলেছি গণতন্ত্রে জনতার রায় শেষ কথা বলে। জনতার রায়কে আমরা গ্রহণ করছি। আগামীর সরকারের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। আমি আশা করব পরবর্তী সরকার জনতার কল্যাণের জন্য কাজ করবে।''

এদিকে, মধ্যপ্রদেশে বিপুল জয় বিজেপির। ২৩০ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জয়ী হয়েছে ১৬০ আসনে। এখানে আরও ৩টি আসনে এগিয়ে থেকে এই রাজ্যে ১৬৩টি আসনে জিতে ফের সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। কংগ্রেস এখানে ৬৪টি আসনে জিতেছে। আরও ২টি আসনে এগিয়ে থেকে ৬৬টি আসন দখল করতে চলেছে। অন্যান্যরা জিতেছে একটি আসনে।

দলের জয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'লাডলি বহেনাদের' ধন্যবাদ। তাঁরাই বিজেপিকে ভোটে জিতিয়েছেন। শিবরাজ সিং চৌহান এদিন আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদীর মনে মধ্যপ্রদেশ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মনেও রয়েছে নরেন্দ্র মোদী। উনি মানুষের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতে জনতা সাড়া দিয়েছে।" ডাবল ইঞ্জিন তত্ত্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন শিবরাজ।

অন্যদিকে, পাশা বদলে দিল ছত্তীসগঢ়। সকাল কংগ্রেসের হলেও, বেলা গড়াতে ভোটের ফল যায় বিজেপির দিকে। শেষ পর্যন্ত ৯০ আসনের ছত্তীসগঢ় ৫৪টি আসনে জয় পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি। বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ভুল প্রমাণ করে ছত্তীশগড়ে পাঁচ বছর পর আবার ক্ষমতায় ফিরল বিজেপি। ৯০টি আসনের ছত্তীসগঢ় বিধানসভায় সরকার গড়ার 'জাদুসংখ্যা' ৪৬। জেতা এবং এগিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'জনগণকে স্যাল্যুট'

- প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই তিনটি রাজ্যের জনগণকে, বিশেষ করে মহিলা এবং যুবকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, আমরা জনকল্যাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাব। বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য তেলেঙ্গানার জনগণকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে লেখেন, "জনগণকে স্যালুট! মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী ফলাফল থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের জনগণ শুধুমাত্র সুশাসন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আমরা উন্নত ভারতের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের থামলে চলবে না এমনকি ক্লান্ত হলেও চলবে না। আমাদের ভারতকে বিজয়ী করতে হবে। আজ আমরা একসঙ্গে সেইদিকে এগিয়ে যেতে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ নিয়েছি"।

তিনি বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনারা সবাই একটি চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। আপনারা যেভাবে বিজেপির উন্নয়ন এবং জনগণের মধ্যে দরিদ্র কল্যাণ নীতি পালন করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

তেলেঙ্গানার জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমর্থন সম্পর্কে অন্য একটি পোস্টে তিনি লেখেন, এখানকার মানুষের সমর্থন গত কয়েক বছরে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তেলেঙ্গানার সঙ্গে আমাদের বন্ধন অটুট এবং আমরা জনগণের জন্য কাজ করে যাব। তিনি এদিন প্রত্যেক বিজেপি কর্মীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরাজয় মেনে নিচ্ছি, তবে আর্দশের লড়াই চলবে

- রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের ফলাফল গ্রহণযোগ্য, বলে দাবি করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি রবিবার জানান, তিনি তিনটি রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়) কংগ্রেসের পরাজয় মেনে নিয়েছেন। রাহুল রবিবার এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, 'আমি বিনীতভাবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের পরাজয় মেনে নিচ্ছি। তবে আদর্শের লড়াই চলবে'। রাহুল বলেন, তেলেঙ্গানার জনগণকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা অবশ্যই তেলঙ্গানা নিয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। কংগ্রেস দলের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম এবং সমর্থনের জন্য তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ তাঁর বিবৃতিতে বলেন, ঠিক ২০ বছর আগে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। সেইসময় আমরা শুধুমাত্র দিল্লিতে জয়লাভ করেছিলাম, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই কংগ্রেস শক্তিশালী দল হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং লোকসভা নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তারপর কংগ্রেস কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছিল। জয়রাম রমেশ জানান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আশা, বিশ্বাস, ধৈর্য এবং সংকল্প নিয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবে।

নাগাল্যান্ড উপনির্বাচনে এনডিপিপি'র প্রার্থী জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। নাগাল্যান্ডে খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। টাপি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এনডিপিপি। দলীয় প্রার্থী ওয়াংপাং কোনইয়াক ১০,০৫৩টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী ওয়াংলেম কোনইয়াক মাত্র ৪৭২০টি ভোট পেয়েছেন।

গত ২৮ আগস্ট টাপি বিধানসভা কেন্দ্রের এনডিপিপি বিধায়ক নোক ওয়াংনাও প্রয়াত হয়েছিলেন। তাই ওই আসনে গত ৭ নভেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে নাগাল্যান্ডে কংগ্রেস ২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। কিন্তু কোনো আসনেই শতবর্ষ প্রাচীন ওই জাতীয় দল জয়ী হয়নি।

তেলেঙ্গানায় বামেদের অস্তিত্ব রক্ষা, মরু রাজ্যে হারালো দুই আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। সারা দেশেই টিমটিম করে জ্বলছে কমিউনিস্টের বাতি। তবে, চার রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপি, কংগ্রেস ও বিআরএসের দাপটের মধ্যে খুবই ছোট চমক দিয়েছে লাল পার্টি। তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া একটি আসনে জয়ী হয়েছে। তেমনি, রাজস্থানে বামেদের শরিক সিপিএম দুইটি আসন হারিয়েছে। তাঁরা ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে মরু রাজ্যে দুইটি আসনে জয়ী হয়েছিল।

সারা দেশে কেরল ও ত্রিপুরায় বামেদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কেরলে শাসকের এবং ত্রিপুরায় বিরোধী ভূমিকায় রয়েছে লাল পার্টি। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ৬ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলা গণনার মাঝেই আইএনডিআই জোটের বৈঠক ডাকল কংগ্রেস। আগামী ৬ ডিসেম্বর জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এদিন সকালেই আইএনডিআই জোটের পরবর্তী বৈঠকের ডাক দেন। আগামী ৬ ডিসেম্বর বৈঠক ডাকা হয়েছে। পটনা, বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ের পর এবার বৈঠক দিল্লিতে। প্রসঙ্গত, রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলা ফলপ্রকাশ হবে। এদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে গণনা। আপাতত রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও ছত্তীশগড়ে এগিয়ে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে শুধু তেলঙ্গানায়।

বিজেপি জয়ের উল্লাস রাজ্যে

আবির খেলা ও মিছিলে মাতল নেতাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের জয়োল্লাসকে ঘিরে ত্রিপুরায় বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ের বাইরে গেরুয়া আবির খেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সহ দলের বিভিন্ন পদাধিকারী ও কর্মীরা। ঢাক ঢোল পিটিয়ে তিন রাজ্যে বিজেপির জয়ের খুশী প্রকাশ করলেন প্রদেশের নেতা কর্মীরা। এদিন তাঁরা বিজয় মিছিলেও সামিল হয়েছেন।

আজ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিসগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। তিন রাজ্যেই বিজেপির ক্ষমতা দখল শুধুই এখন সময়ের অপেক্ষা। মোদী ঝড়ে বিজেপির এই সাফাল্যে স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরায় দলীয় নেতা কর্মীদের মনোবাল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা আত্মবিশ্বাসে আরও ভরপুর হয়ে উঠেছেন।

খুশী প্রকাশে আজ প্রদেশ বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ের বাইরে ঝড়ো শত শত কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলায় মেতে উঠেছেন। আবির খেলায় তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন তাঁরা বিজয় মিছিলেও সামিল হয়েছেন।

এদিন বিজেপির জয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, নরেন্দ্র মোদী আসেন তাই সব অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। তিনি এই জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সহ সকল প্রদেশের নেতৃত্ব ও দলের পরিশ্রমী কার্যকতা এবং সকল জনগণদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এদিকে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিন রাজ্যে বিজেপির জয়লাভকে কেন্দ্র করে বিজয় উল্লাসে মেতে উঠল কুমারঘাট মহকুমাবাসী। মন্ত্রী,বিধায়কের উপস্থিতিতে গেরুয়া আবির মেখে, বাজি ফাটিয়ে বিজয়ের আনন্দে সামিল হলেন ভারতীয় জনতাপার্টির সমর্থকেরা। এদিনের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ভগবান দাস।

রবিবার সকাল থেকেই চারটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লং প্রয়াত শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। প্রয়াত হয়েছেন থাঙ্গা ডার্লং। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় লোকসংগীত শিল্পী। তিনি ২০১৯ সালে ত্রিপুরা থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। আজ সকালে কৈলাসহরে নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজ রাতেই নিজ গ্রামে থাঙ্গা ডার্লং -এর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তাঁর প্রয়াণে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করেছেন, প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, রামপ্রসাদ পাল।

উল্লেখ্য, ১৯২০ সালে ২০ জুলাই কৈলাসহর গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত মরুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন থাঙ্গা ডার্লং। লোক সংগীতে তাঁর অবদান এবং ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র রসেম সংরক্ষণ ও প্রচারে কাজের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। ২০১৯ সালে তিনি ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তাছাড়াও তিনি ২০১৪ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন, যা শিল্পীদের অনুশীলনের জন্য দেওয়া সর্বোচ্চ ভারতীয় স্বীকৃতি। ২০১৫ সালে তিনি একাডেমিক ফেলোশিপ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে রাজ্য-স্তরের ভায়োশ্রেষ্টা সম্মান এবং শতবর্ষ পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন। আজ দুপুরে তিনি নিজ বাড়িতেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, বরেণ্য রসেম বাদক পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লং -এর প্রয়াণেগভীরভাবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৫৯ ▫ ৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ১৭ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়

সাধারণত প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানুষের মধ্যে দরদ বা হীনমন্যতা থাকে। মানুষ মনে করে যে একজন ব্যক্তি যদি প্রতিবন্ধী হয় তবে এর অর্থ এই যে তিনি অবশ্যই অন্যের জন্য বোঝা হইয়া থাকিবেন। যাহা সঠিক নয়। সামান্য প্রচেষ্টায় একজন প্রতিবন্ধীও স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে। প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী বা ভিন্নভাবে-অক্ষম ব্যক্তিদের অক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাহাদের যথাযথ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্যে জনসচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়।সাধারণত মানুষ মনে করে যেহেতু প্রতিবন্ধীরা কোনও না কোনওভাবে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার শিকার হয়, তাই তাহারা সারাজীবন অন্যদের জন্য বোঝা হইয়া থাকে। যদিও সত্যটি হইল সঠিক প্রশিক্ষণ, সঠিক সুযোগ এবং সঠিক প্রচেষ্টার সাহায্যে অনেক ধরণের প্রতিবন্ধীকে কেবল স্বাবলম্বী করা যায় না, তাহারা সমাজে সমান জীবনযাপনও করিতে পারে। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দেশের মূল স্রোতে নিয়া আসিবার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিশ্ব মঞ্চে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়।প্রতিবন্ধীদের নিয়া সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করা, তাহাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং প্রতিবন্ধীদের সমাজে সমতার স্তরে নিয়া আসা, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করা। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে প্রদত্ত একটি অনুমান অনুসারে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ অর্থাৎ এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ কোনও না কোনও প্রতিবন্ধীতায় ভুগিতেছে। যাহাদের ৭০ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। পুরুষ, মহিলা এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণত পদ্ধতিগত এবং সামাজিক বাধাগুলির সম্মুখীন হয়, যাহা তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। এটা উদ্বেগের বিষয় যে, অধিকাংশ প্রতিবন্ধী বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারিতেছে না, তাহারা কাঙ্খিত শিক্ষা অর্জন করিতে পারিতেছে না। এমনকি তাহারা সমাজে খুব কম কর্মসংস্থানের সুযোগও পায়। এমন পরিস্থিতিতে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস একটি সুযোগ যা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করিবার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালানোর একটি প্ল্যাটফর্ম দেয় । যাহার ফলে আশেপাশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করা যায়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন শুরু হয়।

তামিলনাড়ুতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ২০

চেঙ্গালপট্টু, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাড়ুতে বাস উল্টে খাদে পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। শনিবার গভীর রাতে চেন্নাই থেকে কোয়েম্বাটোরের উদ্দেশ্যে ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে আসছিল একটি বাস। আচমকাই বাসটি উল্টে চেঙ্গলপাট্টু জেলার কাছে একটি খাদে পড়ে যাওয়ার একজন যাত্রীর মৃত্যু হয়, সেইসঙ্গে বাসে থাকা ২০ জন যাত্রী আহত হন।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মণিকন্দন, তিনি কন্যাকুমারীর বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ জানায়, চেন্নাই-ত্রিচি জাতীয় সড়কের পাজাভেলি গ্রামের পাশে চেঙ্গলপাট্টু জেলার কাছে একটি বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনাটি ঘটে। চালকের নাম অরুণ কুমার(৩০)। চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে বাসটি উল্টে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই চেঙ্গলপাট্টু তালুক পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চেঙ্গলপাট্টু সরকারি হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হওয়া ২০ জনকে চেঙ্গলপাট্টু জেলার নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করার আগে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। চেঙ্গলপাট্টু তালুক পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। দুর্ঘটনার পরপরই চেন্নাই-ত্রিচি জাতীয় মহাসড়কের উভয় দিকে প্রবল ট্রাফিক জ্যাম হয়, পরে পুলিশের তৎপরতায় রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজ বেঙ্গালুরুতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত অস্ট্রেলিয়া

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.):আজ রবিবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে।রায়পুরে চতুর্থ টি টোয়েন্টি ম্যাচ জিতে সিরিজ জিতে নিয়েছে মেন ইন ব্লু। আজ রবিবার শেষ ম্যাচ জিতলে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে সূর্যকুমাররা।

অজিদের কাছে বিশ্বকাপে হেরেছিল ভারত। আজ ৪-১এ জিতলে বিশ্বকাপ হারের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়বে। তবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সঙ্গে বিশ্বকাপের কোন তুলনাই চলে না। তবে থাকে কিছুটা সন্তুষ্টি। তাই বেঙ্গালুরুতে টিম ইন্ডিয়া চাইবে আজকের ম্যাচ জিততে।অন্যদিকে অজিরা চাইবে সিরিজের শেষ ম্যাচ জিতে সম্মানজনক ফল করে দেশে ফিরতে। দেখার আজ বেঙ্গালুরুতে শেষ হাসি কে হাসে।

প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন জয়ের পর হারল ম্যান ইউ

ম্যানচেস্টার, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) :প্রিমিয়ার লিগের সফলতম দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আবার হারিয়ে ১০০ বছরের বেশি সময় আগের স্মৃতি ফেরাল নিউক্যাসল।১৯২২ সালের পর এই প্রথম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ জিতল নিউক্যাসল।শনিবার রাতে ঘরের মাঠ সেন্ট জেমস পার্কে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি নিউক্যাসল জিতল ১-০ গোলে। গোলটি করেছেন অ্যান্টোনি গর্ডন।১৪ ম্যাচে ৮ জয় ও ২ ড্রয়ে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ এ নিউক্যাসল। আর সমান ম্যাচে ষষ্ঠ হারের ফলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সাতে আছে।

আগামী ৬ ডিসেম্বর আইএনডিআই জোটের বৈঠক ডাকল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলা গণনার মাঝেই আইএনডিআই জোটের বৈঠক ডাকল কংগ্রেস। আগামী ৬ ডিসেম্বর জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এদিন সকালেই আইএনডিআই জোটের পরবর্তী বৈঠকের ডাক দেন। আগামী ৬ ডিসেম্বর বৈঠক ডাকা হয়েছে। পটনা, বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ের পর এবার বৈঠক দিল্লিতে। প্রসঙ্গত, রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলা ফলপ্রকাশ হবে। এদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে গণনা। আপাতত রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও ছত্তীশগড়ে এগিয়ে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে শুধু তেলঙ্গানায়।

ভারতে নতুন শেয়ার অর্থলগ্নিতে জোয়ার

পার্থপ্রতিম সেন

শেয়ার বাজার হল এমন একটি বাজার যেখান থেকে উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ীরা কোম্পানির মাধ্যমে রা জনগণের কাছ থেকে উদ্যোগ ও ব্যবসা স্থাপন বা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ধার করেন। বিনিময়ে বিনিয়োগকারী জনগনের নামে কোম্পানির শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। এখন তো সমস্ত শেয়ার ইলেকট্রনিক ফর্মে থাকে। একটি কোম্পানি যখন বাজারে প্রথম শেয়ার ছেড়ে অর্থ জোগাড় করে তখন, সেটাকে ইনিশিয়েল পাব্লিক অফার বা আইপিও বলে। আইপিও-এর পর শেয়ারগুলি স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়। তারপর সেইসব শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের মারফত সপ্তাহে পাঁচদিন সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত নিয়মিত ট্রেডিং বা কেনাবেচা হয়। তাই প্রতিদিন শেয়ারের দামে উঠানামা হয়ে থাকে। ভারতে মূলতঃ দু'টি প্রধান জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ আছে। একটি হল বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ বা বিএসই এবং অন্যটি হল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসই। তাছাড়া ভারতে বেশকিছু আঞ্চলিক স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে। গত কয়েক দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির উদারীকরণ, বেসরকারিকরণের হাত ধরে দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত কিছুসংখ্যক মানুষের হাতে অর্থের জোগান বেশি হওয়ায় অনেকেই এখন শেয়ার বাজারের দিকে ঝুঁকছেন। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের মার্কেট ইনডেক্স “সেনসেক্স” এখন প্রায় ৬৬,০০০ চলছে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের মার্কেট ইনডেক্স “নিফটি ফিফটি” এখন প্রায় ১৯,৮০০ চলছে।

গত সপ্তাহে ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজারে পাঁচটি কোম্পানির আইপিও বা নতুন শেয়ার বাজারে এসেছিল যারা বাজার থেকে নিম্নলিখিত অর্থরাশি তুলবে।

১) টাটা টেক ৩০৪২ কোটি রুপি।
২) গান্ধার অয়েল ৫০০ কোটি রুপি
৩) ফ্লেয়ার রাইটিং ৫৯৩ কোটি রুপি
৪) আইআরইডিএ ২১৫১ কোটি রুপি
এবং ৫) ফেড ব্যাঙ্ক ফিনান্স ১০৯২ কোটি রুপি। ভারতের শেয়ার বাজারের পক্ষে যা সবচেয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক ব্যাপার, তা হল এই পাঁচটি কোম্পানির শেয়ারে লগ্নিকারিরাও অত্যুৎসাহ দেখিয়েছেন। প্রতিটি কোম্পানির শেয়ার ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়েছে লা অর্থাৎ ইস্যু সাইজ বা কোম্পানির নির্ধারিত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি লগ্নিকারিরা আবেদনপত্র সহ অর্থরাশি জমা দিয়েছেন। পাঁচটি কোম্পানিরই শেয়ার কয়েকগুণ করে সাবস্ক্রাইবড হয়েছে। টাটা কোম্পানির শেয়ার ৬৯.৪ গুণ, গান্ধর অয়েল-এর শেয়ার ৬৪.১ গুণ, ফ্লেয়ার রাইটিং-এর শেয়ার ৪৬.৭ গুণ, আই আরইডিএ-এর শেয়ার ৩৮.৮ গুণ এবং ফেড ব্যাঙ্ক ফিনান্স -এর শেয়ার ২.২ গুণ সাবস্ক্রাইবড হয়েছে। যেখানে পাঁচটি কোম্পানি মিলিয়ে মোট অর্থের প্রয়োজন ছিল ৭৩৮০ কোটি রুপি, সেখানে জমা পড়েছে প্রায় ২,৬০,০২২ কোটি রুপি। তার থেকে প্রমাণ হয় ভালো কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করার জন্য অনেকের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ আছে এবং অনেকেই শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহী ও আগ্রহী যদিও শেয়ার মার্কেঠ সবসময়ই অনিশ্চয়তায় ভরপুর একটি মার্কেট বা বাজার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০২২ সালের মে মাসে যখন এলআইসি'র আইপিও এসেছিল তখন ইস্যুর দাম ছিল ৯৪৯ রুপি। নথিবদ্ধ হওয়ার দিনে দাম ছিল ৮৭৫ রুপি আর দেড়বছর পর এখন দাম চলছে ৬৭৮ রুপি অর্থাৎ যারা জীবন বীমা নিগমের প্রাথমিক পাব্লিক অফারে বিনিয়োগ করে ছিলেন, তাঁরা এখনও লাভের মুখ দেখেননি, এমনকি এখন পর্যন্ত ক্ষতিও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এলআইসি তো খুব ভালো লাভজনক সরকারি সংস্থা। তবে দেখা যায় শেয়ার বাজার সাধারণতঃ সরকারি সংস্থা থেকে বেসরকারি সংস্থার প্রতি আনুকূল্য বা - অনুগ্রহ র্পদশন করে বেশি।

হওয়া সত্ত্বেহ পেটিএম-এরও এলআইসি-এর মত নিরাশাজনক অবস্থা হয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে পেটিএম-এর আইপিও যখন ইস্যু হয়, তখন ইস্যুর দাম ছিল ২১৫০ রুপি। নথিভূক্ত হওয়ার দিন দাম ছিল ১৯৫০ রুপি আর এখন দাম চলছে ৮৯৫ রুপি। প্রচুর ক্ষতি নিয়ে চলছে পেটিএম-এর আইপিও ইনভেস্টররা। তবে উল্টো চিত্রও আছে যেমন ফুড ডেলিভার কোম্পানি জমাটোর আইপিও ২০২১ সালের জুলাই মাসে ৭৬ রুপিতে ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু তা ৫২ শতাংশ বেড়ে ১১৬ রুপিতে নথিভুক্ত হয়েছিল। এখন দাম চলছে ১১৩.৪০ রুপি। কোনো কোম্পানির আইপিও ইস্যু করার কয়েকদিন পরেই সেটা স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে নথিভুক্ত হয়। নথিভুক্ত হওয়ার সময় শেয়ারের দাম বা মূল্য শেয়ার ইস্যুর সময় যে মূল্য নেওয়া হয়, তার থেকে নথিভুক্ত মূল্য বেশিও হতে পারে বা কমও হতে পারে। যেমন আমরা উপরে দেওয়া এলআইসি ও পেটিএম এর ক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য নথিভুক্তির সময় কমে গিয়েছিল কিন্তু জমাটোর ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে গিয়েছিল। এই বাড়া-কমা অনেক ফ্যাক্টর বা কারণের উপর নির্ভর করে। কোম্পানি যত সংখ্যক শেয়ার ইস্যু করে, তার থেকে বিনিয়োগকারিরা যদি বেশি সংখ্যক শেয়ারের জন্য আবেদন করে, তাহলে সবাই শেয়ার বরাদ্দ নাও হতে পারে বা আবেদনের তুলনায় অনেক কম শেয়ার বরাদ্দ হতে পারে।

তাই শেয়ার মার্কেটের খেলা বোঝা বড় মুশকিল। শেয়ার মার্কেট কাউকে করে আমির, কাউকে করে ফকির। তাই শেয়ার মার্কেঠ সম্বন্ধে ন্যূনতম নয়, পর্যাপ্ত জ্ঞান নিয়েি শেয়ারে বিনিয়োগ করতে হয় এবং শেয়ারের দামের উঠানামা সবসময় নজর রাখতে হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে শেয়ার কেনাবেচার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এখন টাটা টেক (টেকনোলজি) কোম্পানির আইপিও সম্বন্ধে একটু বলে নেই কারণ টাটা টেক-এর এবারের আইপিও লগ্নিকারীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছে। এই সাফল্যের প্রথম কারণ হল টাটা কোম্পানির ব্রান্ড নেম। ভারতের মাটিতে টাটা কোম্পানিগুলি স্বাধীনতার আগে থেকেই সুনামের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং সামাজিকে কাজ করে আসছে। তাছাড়া টাটা কোম্পানিগুলি দেশ বিদেশের আইনকানুন নিয়মনীতি মেনে চলা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। তাঁরা কখনও অসদুপায়ে লাভের দিকে ঝুঁকে না। তাই বিনিয়োগকারিদের টাটা কোম্পানিগুলির উপর বিশ্বাস ও আস্থা আছে। দ্বিতীয় কারণ হল অন্যান্য সমপর্যায়ের প্রযুক্তি- সংক্রান্ত কোম্পানিগুলোর তুলনায় টাটা টেকনোলজি কোম্পানির আইপিও-এর ইস্যুমূল্য অনেক কম। তৃতীয় কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যদিও ইস্যুমূল্য রাখা হয়েছে ৪৭৫-৫০০ রুপির মধ্যে কিন্তু অনানুষ্ঠানিক বাজার আসা করছে টাটা টেক-এর এই শেয়ারটি ৯০০ রুপির উপরে নথিভুক্ত হবে। চতুর্থতঃ ভারতের মাটিতে বর্তমানে ইলেকট্রিক ভেহিকুল, সফটওয়্যার এবং সেমিকন্ডাকটর ব্যবসার বাড়বাড়ন্তের কারণে টাটা টেক কোম্পানির ব্যবসা বাড়ার প্রচুর সম্ভাবনা। ব্যবসা যত বাড়বে, লাভ তত বাড়বে। লাভ যত বাড়বে, শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ড তত বাড়বে এবং শেয়ারের দামও বাড়বে। তাই টাটা কোম্পানির শেয়ারের প্রতি লগ্নিকারিদের এই উছলে পড়া আগ্নহের ঢেউ বা জোয়ার।

উল্লেখ্য, টাটা টেক-এর আইপিও-তে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী অংশে দু'শো গুণ, খুচরো অংশে সতের গুণ এবং উচ্চ নেটওয়ার্থ ব্যক্তি অংশে বাষট্টি গুণ সাবস্ক্রাইবড হয়েছে। তাছাড়া বিদেশি লগ্নি প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি রুপি জমা পড়েছে। ভারতের অর্থনীতিতে এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলির প্রতি বিদেশি লগ্নিকারিদের এই বিশ্বাস ও আস্থা ভারতীয় অর্থনীতি আগামীদিনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

এইবছর এখন পর্যন্ত ৪৫টি মেনবোর্ড আইপিও-এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলি বাজার থেকে প্রায় ৪০,৬০০ কোটি রুপির পুঁজি তুলেছে। গতবছর ৪০টি আইপিও-এর মাধ্যমে প্রায় ৫৯, ৩০১ কোটি রুপি পূজি তোলা হয়েছিল। তবে গতবছর এলআইসি-এর আইপিও অনেক বড় সাইজের ছিল, ২১০০৮ কোটি রুপির। এবছর এত বড় সাইজের ইস্যু নেই, সব ক'টিই ছোট ও মাঝারি সাইজের।

মোট উৎপাদনের নিরিখে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বে এখন পঞ্চম। আমেরিকা, চিন, জাপান, জার্মানির পর ভারত। অনেকেই বলছেন ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। যাহোক, ভারতের অর্থনীতিকে এগিয়ে যেতে হলে ব্যবসা, শিল্পোদ্যোগ, পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচুর দেশি বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন। তাই এই যে ভারতের ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা এগিয়ে এসেছেন নতুন ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনে এবং পুরনো ব্যবসা ও শিল্পকে বিস্তৃত করার জন্য, সেটা আমাদের দেশের অর্থনীতির একটি ইতিবাচক দিক। তাছাড়া এই ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগের হাত ধরে হবে কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান, যা কিনা আজকের ভারতে ভীষণ জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রাজনীতির “সুকুমার” পাঠ

ফরাসি বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষকে “ব্যবহার” করে প্রায় একক প্রচেষ্টায় সম্রাট হওয়া নেপোলিয়নের নামে যে ক'টি স্মরণীয় উক্তি কথিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে অমোঘ বোধ হয় এইটি যে, রাজনীতিতে “স্টুপিডিটি” বা নির্বুদ্ধিতা বিশেষ কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়। রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতার লোভ, নির্লজ্জ আত্মম্ভরিতা, ধূর্ততা, দুর্নীতি, টিকে থাকার জেদ (সারভাইভালিজম) ইত্যাদি যে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত, এটা তো আমাদের মজ্জাগত উপলব্ধি, কিন্তু “স্টুপিডিটি”ও যে রাজনীতির হাতিয়ার হতে পারে, সেটা কিন্তু সচরাচর আমাদের গোচরে আসে না।

আসা উচিত ছিল। তার কারণ সুকুমার রায়। সদ্য শতবর্ষে পড়া আবোল তাবোল আবার পড়তে গিয়ে কথাগুলো মনে হল। সুকুমারের প্রয়াণকাল আর আবোল তাবোল সমবয়সি। সুকুমার যে অফুরান, একটু মনোযোগ দিয়ে আশেপাশে তাকালেই যে তাঁর ননসেন্স-এর মূর্ত, সারবান উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কবীর সুমন লিখেছিলেন, “আমার সমাধি হবে অমোঘ চিতায়/ তখন আগুন হোয়ো সুকুমার রায়।” এটি শুধু এক অক্ষয় শিল্পীর প্রতি আর এক শিল্পীর আবেদন নয়, সমকালই বুঝি এই আর্জি নিয়ে ফিরে ফিরে যায় সুকুমারের কাছে। রাজনীতির নির্বুদ্ধিতা আর নির্বোধের রাজনীতি বুঝতে চেয়ে এই লেখাও সেই আর্তিরই পুনরাবৃত্তি।

রাজনৈতিক দর্শনের মূলধারার মতে ক্ষমতা অগোচর হতে ভালবাসে। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি থেকে এডমন্ড বার্ক সবারই মত যে, ক্ষমতালোভী কোনও বলয় তাদের ক্ষমতার বিগ্রহকে জনগণের থেকে দূরে রাখতেই পছন্দ করে, পাছে নৈকট্যে ক্ষমতার “মানহানি” হয়। ধর্মে যেমন যত দূরে তত ভক্তি। এই প্রবণতা আমরা জর্জ অরওয়েল-এ পেয়েছি, হাক্সলি-র “মুস্তাফা মন্ড”-এ পেয়েছি; এমনকি রক্তকরবীর রাজার দুরূহ নৈর্ব্যক্তিকতাতেও ধরা পড়ে আলো আর বাসনার কাছে ধরা না দেওয়ার এক মরিয়া আকাঙ্ক্ষা। এ প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে আসবে যে রক্তকরবীও লেখা শুরু হয়, যক্ষপুরী হিসাবে, ১৯২৩-এই। ওই নাটকের প্রস্তাবনা থেকে পরিষ্কার যে রবীন্দ্রনাথ রূপকধর্মী নয়, আদ্যোপান্ত একটি রাজনৈতিক নাটকই লিখতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতার অনায়াস আস্ফালন ও কেন্দ্রীকরণ, ধনবাদ, প্রোলেতারিয়েতের মুক্তি, এমনকি বাসনার মুক্তিও রক্তকরবীর বিষয়। বেশ কিছু দশক পরে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো ও তার দুই উত্তরসূরি দেল্যুজ ও গুয়াত্তারির লেখা পড়লে রক্তকরবী খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে। এই নিয়ে একাধিক কাজ আছে, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মিরান্দা পত্রিকার ২০০৩ সালের একটি সংখ্যা, যেখানে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত নতুন করে ভেবেছিলেন রক্তকরবী নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে উপন্যাসটিকে “ডিস্টোপিয়ান জন্র”-এর পুরোধা ধরা হয়, ইভগেনি যামিয়াতিন-এর সেই উই-এর ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়ে যায় ১৯২৪-এ, যদিও ১৯৫২ অবধি এর মূল রুশ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়নি। উই-এর সর্বগ্রাসী “ওয়ান স্টেট” পরে অরওয়েল ও হাক্সলি-তে ফেরত আসে। কিন্তু বহু আগে রক্তকরবীর সঙ্গে সমকালীন উই কিন্তু অসীম শক্তিধর “স্টেট”-এর উদ্বেগ ভাগ করে নিচ্ছে।

এক ভাবে ভাবতে গেলে আবোল তাবোল নামক সংগ্রহের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং রক্তকরবীর সূচনা একই সময়ে। সেখানে একটা প্রশ্ন জাগে। সেটা হল, ক্ষমতা কি শুধুই নির্মম, আপন ভারে ভারাক্রান্ত, সুদূরস্থিত দর্শনের বিবেচ্য বস্তু, যেটা রক্তকরবীর কেন্দ্রীয় ভাবনা? না কি অন্য কিছু? চার পাশ দেখলে কি মনে হয় না ক্ষমতা একটি বলবান কিন্তু আস্ত গবেটের প্রয়োগশালাও বটে? সুকুমারের অলীক, জাদুসদৃশ এবং ব্যতিক্রমী যে কল্পনার রাজ্য, সেখানে অন্যান্য দর্শনের মতো রাজনীতির পাঠও অনেকটাই অন্য রকম। রাজনীতি সেখানে প্রগল, বেহায়া, হাস্যকর এবং মনোরঞ্জনে সদাব্যস্ত এক নিচু মানের কৌতুক-অভিনেতার মতো।

এই নিয়ে একাধিক কবিতা বা কবিতার অংশ আছে, তার মধ্যে এখানে তিনটি উল্লেখই যথেষ্ট। যেমন “বোম্বাগড়ের রাজা”। তার রাজত্বে কী কী হয়, তার ফর্দটা কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অ্যাবসার্ড। সত্যি আমরা জানি না কে বা কারা “সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি?” বা “কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি?” ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যে শুধু রাজাই নয়, রাজ্যের বাকি যারা গণ্যমান্য ওস্তাদ, পণ্ডিত, মন্ত্রী, রাজার খুড়ো বা পিসি, সবাই কিন্তু বিনা প্রতিবাদে, বিনা বাক্যব্যয়ে এই আস্ত “অ্যাবসার্ডিটি”র অংশ। যদি এ ভাবে ভাবা যায় যে বোম্বাগড়ের রাজা রাজত্বের নামে যা খুশি তাই করে, কেউ কিছু বলার নেই, আস্ত একটি সার্কাস দেখেও কারও প্রতিবাদের শিরদাঁড়াটি খাড়া হয় না, তা হলে বাস্তবিকই রাজনীতির একটা অকাট্য বলিরেখা কবিতাটার গায়ে ফুটে ওঠে। নির্বোধ রাজাও সর্বশক্তিমান, আর তিনি যে নির্বোধ সেটা বলার চেয়ে আগাপাছতলা ওই নির্বুদ্ধিতার প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া ঢের সহজ। একেই আমেরিকার লেখক জন কেনেডি টুল তাঁর কৌতুককাহিনি-তে বলেছেন

“আ কনফেডারেসি অব ডান্সেস”। রাজনীতি যে চাইলেই ক্ষমতার ননসেন্স-এ পর্যবসিত হতে পারে তার আরও উত্কৃষ্ট প্রমাণ “কুমড়ো পটাশ” আর “একুশে আইন”। “কুমড়ো পটাশ”-এ যেমন পরিষ্কার বিধান লেখা থাকছে: “(যদি) কুমোপটাশ হাসে-/ থাকবে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে;/ ঝাপ্সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্ফাসে;/ তিনটি বেলা উপোস করে থাকবে শুয়ে ঘাসে!” অর্থাতবোম্বাগড়ের রাজা যা খুশি করে নিজে সুখ পায়, আর এক ধাপ এগিয়ে কুমড়োপটাশ কিন্তু সুনিশ্চিত করতে চায় যে তার বিভিন্ন অভিলাষের ইঙ্গিতে জনগণ না গণজন কী ভাবে সাড়া দেবে। দরকার হলে তারা উল্টে ঝুলে, গাছে চড়ে, ভুখা থেকে, ইটের ঝামা ঘষে থাকবে। সেই মতো “এডিক্ট” তৈরি করা আছে যাতে কোনও ভাবেই অমান্যের সামান্য সুযোগও না থাকে। শেষে এসে এটা আর অধরা থাকছে না। “তুচ্ছ ভেবে এ-সব কথা করছে যারা হেলা,/ কুমোপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।” অর্থাৎ বোম্বেটে রাজাটি আর ক্ষমতার বাহক নয়, ক্রমে নিজেই ক্ষমতার সমার্থক হয়ে উঠছে। আর ক্ষমতার সবচেয়ে বড় দোসর যে-হেতু আইন, তাই কুমড়োপটাশকে চটালে কী হতে পারে তার ফর্দ সিডিশন আইন, থুড়ি “একুশে আইন”-এ আছে। সামান্যতম বিচ্যুতিও সেখানে রাজার সিপাইকে লেলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। “চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়/ এদিকওদিকডাইনে বাঁয়,/ রাজার কাছে খবর ছোটে,/পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,/ দুপুরে রোদে ঘামিয়ে তায়-/ একুশ হাতা জল গেলায়।।” সুকুমারের মাথায় ঔপনিবেশিক আইন যে ছিলই এ কথা হলফ করে বলা যায়, কিন্তু আইন বস্তুটির একেবারে মূলে যে আস্ত একটি অসম্ভবতা, কাপুরুষতা আছে, সেটা তো আমাদের চার পাশ দেখলে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

তিনটে কবিতাকে পাশাপাশি রাখলে যা দাঁড়ায় তা হল নির্বোধে রাজা যা খুশি করবে, আর রাজার নিকটজন তাতে যোগ দেবে; জনগণ রাজার বিধান অনুযায়ী সমস্ত অপমান হজম করবে; আর তা না করলে বা বাধ্য, বশে থাকা প্রজা হতে তারা অনিচ্ছুক হলে রাজার “আইন” সেইমতো ব্যবস্থা করবে। এই সরলরেখাটি ক্ষমতাকে একটা অতিকায় রূপ দেয়, সুকুমারের হাতে সেটাই কিন্তু কৌতুকের, ব্যঙ্গের বস্তু। নোটবন্দি থেকে কোভিড মোকাবিলায় থালা বাজানোর ঘোষণা, “মন কি বাত” থেকে চন্দ্রযান, গো-বলয় থেকে ভূ-রাজনীতি বা আম ভক্ষণের সু-উপায়, “অখণ্ড” ভারতের অস্তিত্ব থেকে “সমস্ত” রাষ্ট্রনীতিতে ডিগ্রি-সহ এখনকার ভারতে নির্বোধ রাজা ও তাঁর হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলানোর উদাহরণ এত ঝুড়ি ঝুড়ি, পান থেকে চুন খসলে মাইনে করা পেয়াদার দরজায় ঠকঠক এতই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রাজনীতির যে “সুকুমার” পাঠ, অর্থাৎ “ননসেন্স”-ই “নুইস্যান্স”-কে বুঝতে সাহায্য করে, সেটা দিন দিন আরও পরিষ্কার হচ্ছে।

ক্ষমতার অবয়ব নিয়ে সুকুমার-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই কাল্পনিক ডায়ালেক্টিক-এর যদি একটা ছক আঁকা যায়, দেখা যাবে যে ইউরোপে কিন্তু এই ছক ধরা পড়ছে প্রায় এক দশক পরে। ১৯৩০-এর দশকে। সেখানে এক দিকে নাতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মানিতে তৈরি লেনি রিফেনস্থল-এর ট্রায়াম্ফ অব দ্য উইল (১৯৩৫) আর অলিম্পিয়া (১৯৩৮) ছবি হিসাবে দু'টিই অনন্যসাধারণ এবং দু'টিই হিটলারকে দেবত্ব আরোপ করে বানানো প্রপাগান্ডাধর্মী। ক্ষমতার আকার সে কারণেই সেখানে প্রকাণ্ড, বিস্তৃত অর্থাতএক কথায় রক্তকরবীর কাছাকাছি। আর এর উল্টো দিকে মুসোলিনিকে মাথায় রেখে মার্ক ব্রাদার্স-এর ব্যঙ্গধর্মী বাউডেভিল ডাক সুপ (১৯৩৩) আর চার্লি চ্যাপলিনের মাস্টারপিস দ্য গ্রেট ডিকটেটর (১৯৪০)। দু'টিতেই, বিশেষ করে চ্যাপলিন-এ “ডিকটেটর” কিন্তু বেকায়দায় পড়া, ক্ষণে ক্ষণে হোঁচট খাওয়া, ভয় পাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, পর্দা বেয়ে উঠে যাওয়া, বেলুনের পৃথিবী নিয়ে খেলতে খেলতে বেলুন ফেঁপে যাওয়ায় পশ্চাদ্দেশ উঁচিয়ে খানিক কেঁদে নেওয়া এক সঙ্কুচিত, অসঙ্গত, হাস্যাস্পদ উপদ্রব। রিফেনস্থল-এর “ফুয়েরার” ঠিক উল্টো।

দ্য গ্রেট ডিকটেটর যে ব্যঙ্গাত্মক, সেটা নতুন কথা নয়, কথাটা হল যে সেই ব্যঙ্গের রোষ প্রায় পুরোটাই পড়ছে হিটলার-এর শরীরের উপর গিয়ে। ব্যঙ্গের এই রাজনীতিটাই আসল। ক্ষমতাকে যদি ভাঙতে হয়, তা হলে ক্ষমতার ভয় ভাঙতে হবে, আর ক্ষমতার ভয় ভাঙতে হলে ক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করতে জানতে হবে, আর ক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করতে হলে তাকে কাছে টেনে তার কদর্য উদর, তার দাঁতের পোকা, তার কানের লোম নিয়ে এক প্রস্ত হেসে নিতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে তার অতিকায় ধারণাকে, তার সযত্নলালিত ইমেজকে, তার আত্মম্ভরিতাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ফ্যাসিজম-এর উগ্র আস্ফালনের মাঝে দাঁড়িয়ে এ কথা বুঝেছিলেন চ্যাপলিন। তার প্রায় কুড়ি বছর আগে একই কথা বুঝেছিলেন সুকুমার রায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ত্রিপুরা ট্রাফিক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুদার। ছবি- নিজস্ব।

উল্লাস শুরু বাংলার জেলায়-জেলায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলা গণনা চলছে। এরমধ্যেই তিন রাজ্যেই এগিয়ে বিজেপি। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিজেপির উল্লাস। রবিবার সকালেই জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে ঢোল বাজিয়ে আবির খেলায় মেতে ওঠেন বিজেপি নেতৃত্বরা। বিজেপির জেলা সম্পাদক শ্যাম প্রসাদের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। রবিবার সকাল থেকে দেশের চার রাজ্যে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। রাজস্থান-ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখতে চলেছে গেরুয়া শিবির। ফলে গেরুয়া দাপটে কার্যত ফিকে হয়ে গিয়েছে বিরোধীরা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ভোটকে সেমিফাইনাল হিসেবে ধরা হচ্ছিল। মনে করা হচ্ছিল রাজস্থান বিজেপির দখলে গেলেও ছত্তিশগড় কংগ্রেস ধরে রাখতে পারবে। মধ্যপ্রদেশেও কড়া টক্করের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পণ্ডিতদের যাবতীয় পূর্বানুমান ব্যর্থ করে দিয়ে ৩ রাজ্যেই বিজেপির জয়পতাকা উড়তে চলেছে। শুধুমাত্র তেলেঙ্গনায় কংগ্রেসের ফল ভাল হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

দেশে শুধু মোদীর গ্যারান্টি কাজ করছে : বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশে শুধু মোদীর গ্যারান্টি কাজ করছে, বলে এদিন মন্তব্য করেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-মন্ত্রীরা। রবিবার দেশের চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এগিয়ে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-মন্ত্রীরা এদিন বলেন, "দেশে একটিই গ্যারান্টি রয়েছে এবং তা হল মোদীর গ্যারান্টি"। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে এবং তেলেঙ্গানায় এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। পঞ্চম রাজ্য মিজোরামে ভোট গণনা হবে সোমবার। এরই মধ্যে, বিজেপির তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান অমিত মালভিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, "মোদীর গ্যারান্টি।" ধুতি ও কুর্তা পরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি পোস্ট করে মালব্য লিখেছেন- "দেশে একটাই গ্যারান্টি আর সেটা হল মোদীর গ্যারান্টি।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টিতে বিশ্বাস রয়েছে ভারতবাসীর : অশ্বিনী বৈষ্ণব

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। মোট ২৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১৬৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সফল বিজেপি। বিজেপি যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেখানে সরকার গড়বে তা এক প্রকার নিশ্চিত। এই প্রবণতা মিলতেই পদ্মশিবিরে উৎসবের মেজাজ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কথাতেও মোদীর ম্যাজিকেরই জয়ধ্বনি শোনা গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় নিশ্চিত হতেই নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি টুইট করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সেখানে গেরুয়া বসন পরিহিত হাতজোড় করা অবস্থায় থাকা মোদীর ছবি পোস্ট করেছেন। সেই ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টিতে বিশ্বাস রয়েছে ভারতবাসীর।" এই পোস্টের আগে অশ্বিনী বৈষ্ণবকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল সাংবাদিকদের। সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে মধ্যপ্রদেশে বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ। তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিপুল জয় হয়েছে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বিজেপি-র উপর মধ্যপ্রদেশবাসীর যে বিশ্বাস রয়েছে, তা আজকের ফলাফলে প্রতিফলিত হবে। আপনারা সবাই জানেন মধ্যপ্রদেশের মনে মোদী রয়েছেন, মোদীর মনেও মধ্যপ্রদেশ রয়েছে। গত ১৮ বছর ধরে এই রাজ্যে কাজ করছে বিজেপি। যে রকম ভাল কাজ শিবরাজ সিং চৌহ্বান করেছেন। তেমনই ভাল কাজ ডবল ইঞ্জিন সরকার করেছে। এই ভাল কাজের পুরস্কারই আজ জনতা দিল।"

প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে হবে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রাদের তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য প্রতিবন্ধীদের সাহায্য করতে হবে, বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ২০২৩ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদানের সময় একথা বলেন মুর্মু। তিনি এদিন আরও বলেন যে, প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা তাঁদের অদম্য জেদে এশিয়ান প্যারা গেমসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই গেমসে ডাঃ দীপা মালিক এবং মিসেস অবনী লেখারার মতো খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকা প্রশংসনীয়। ভারত তাদের লক্ষ্যগুলিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং সেই লক্ষগুলি অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে ২০২৩ সালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদানের পর বক্তৃতা দেন। ভাষণে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের উচিত অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, সুযোগ এবং ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টার সাহায্যে সকল প্রতিবন্ধী মানুষ সমতা ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করবে, বলেও এদিন দাবি করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি জানান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পুরস্কার একটি প্রশংসনীয় মাধ্যম। এই পুরস্কার প্রদানের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংগঠনিক কাজের স্বীকৃতি সবাইকে উৎসাহিত করবে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন একটি সবচেয়ে অগ্রাধিকারের বিষয়। গত কয়েক বছরে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে জেনে তিনি খুশি হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জানান, এটা গর্বের বিষয় যে নতুন সংসদ ভবনের প্রতিটি অংশে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এই থেকে শিক্ষা নিয়ে শুরু থেকেই প্রতিবন্ধীদের চাহিদা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, নবায়নের পরিবর্তে উদ্ভাবনের মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলকামনা, সুশিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, স্যানিটেশন ও পানীয় জল ইত্যাদি সম্পর্কিত স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে বিশেষ প্রেরণা জোগায় বলেও এদিন উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

গরুমারার জঙ্গলপথে দাঁতালের কবলে বাইক আরোহী, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বাসযাত্রীরা

ময়নাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): শিলিগুড়ির গরুমারায় রাস্তায় হাতির কবলে বাইক আরোহী। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বাসযাত্রীরা। রবিবার গরুমারার মাঝে জঙ্গলের পথে বাইকে তাড়া করল দাঁতাল। বাইক বাঁচাতে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে জঙ্গলে ঢুকে যায়। রবিবার সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে লাটাগুড়ি মেটেলিগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মহাকাল ধামের কাছে গরুমারার জঙ্গলে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস চালসার দিক থেকে লাটাগুড়ির দিকে আসছিল। পথে মহাকাল ধামের কাছে একটি দাঁতাল রাস্তার ওপরে উঠে পড়ে। সেই সময় অপরদিক দিয়ে একটি বাইক যাচ্ছিল সেই বাইক আরোহীকে তাড়া করে দাঁতালটি। বাঁচতে গিয়ে হঠাৎ বাইক চালক তার বাইক ঘুরিয়ে নিলে অপরদিক থেকে আসা ওই বাসটি হাতি ও বাইককে বাঁচাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে গরুমারার জঙ্গলে ঢুকে যায়। সেই সময় রাস্তার এক প্রান্তে ওই যাত্রীবাহী বাস ও তার প্যাসেঞ্জার অপরদিকে বহু পর্যটকের জিপসি গাড়ি আটকে যায়। সেখানে উপস্থিত জঙ্গল সাফারি গাইডদের চেঁচামেচিতে হাতিটি জঙ্গলে ফিরে গেলে প্রাণে বাঁচে বাসের যাত্রী ও পর্যটকেরা। প্রসঙ্গত, গতকাল হাতির হানায় এক মহিলার মৃত্যুর পর এদিন জাতীয় সড়কে হাতির তাড়া বাইক ও যাত্রীবাহী বাসকে। লাগাতার জাতীয় সড়কে এই ধরনের ঘটনা রুখতে নজরদারি শুরু করেছে বন দফতরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত জঙ্গলের এই পথে লাগাতার নজরদারি চলবে বলে বন দফতরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ সূত্রে খবর।

চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে আশাতীত ফলে উচ্ছ্বাস বাঁকুড়া বিজেপিতে

বাঁকুড়া, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে আশাতীত ফলাফলে উচ্ছ্বাস বাঁকুড়া বিজেপিতে। রবিবার সকাল থেকে ফলাফল ঘোষণা হতেই দেখা যায় এক্সিট পোল কে ভুল প্রমাণিত করে তিন রাজ্যেই বিজেপি জয়লাভ করেছে।ফলাফল ঘোষণা হতেই দলে দলে কর্মীরা বিজেপির জেলা কার্যালয়ে জমায়েত হতে থাকে।বেলা যত বাড়তে থাকে কর্মীদের ভীড় ও বাড়তে থাকে।শুরু হয়ে যায় মিষ্টি বিলি।কর্মীরা আনন্দে ফটকা ফাটাতে থাকে।বেলা বারোটা নাগাদ বিধায়ক নিলাদ্রী দানা, বিজেপির জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করেন। নিলাদ্রী দানা বলেন, সারা ভারতবর্ষ যে সনাতনীদের তা এই নির্বাচনে যস্বশ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস মোদী দেখিয়ে দিলেন।এই নির্বাচন আগামী লোকসভা নির্বাচনের ট্রেলর মাত্র।২৪এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি আরও বেশী আসন নিয়ে মন্ত্রী সভা গঠন করবেন। অপরদিকে জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরূপ ব্যনার্জী বলেন জাতীয় কংগ্রেস বিজেপির মতো মানুষ কে ভেল্কি দেখাতে পারেনি।এখানেই হার হয়েছে।আমরা মানুষের কাছে গেছি ,মানুষ আমাদের ভোট দেয়নি। তৃনমূল কংগ্রেসের বাঁকুড়া জেলার সভাপতি বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী বলেন এই ফলাফল লোকসভা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না।বাংলাতে তো নয়ই।এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন।

উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে ট্রাক্টর উল্টে খাদে পড়ে নিহত ২, আহত আরও ২ জন

ফতেহপুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলার একটি ট্রাক্টর উল্টে খাদে পরে গিয়েদু"জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আরও দু"জন আহত হয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ফতেহপুর জেলার মালওয়ান থানা এলাকায় ট্র্যাক্টরটি উল্টে খাদে পড়ে গেলে দুইজনের মৃত্যু হয়, এবং দু"জন আহত হন। স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) মুকেশ কুমার সিং বলেন, রবিবার সকাল ১০টার দিকে সানগাঁও-আদমপুর সড়কের নাসিরপুর-বেলওয়াড়া গ্রামের কাছে ট্রাক্টর চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনাটি ঘটে।তিনি আরও জানান, ট্রাক্টরটি উল্টে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে গিয়ে যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের নাম রাম কুমার(২৫) এবং সুরজ(২৭)। মৃতরা দিনমজুরি হিসাবে কাজ করতেন।

বিজেপির জয়ে মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচী শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের ফলাফলে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তীসগড়ে জয়জয়কার বিজেপির। কংগ্রেস ধরাশায়ী। রবিবার ফল ঘোষণায় বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগামিকাল ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কেরা বিধানসভাতে বিজয় মিছিল করবেন এবং বিধানসভার বাইরে মিষ্টি বিতরণ করবেন।" মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে পুরো অধিবেশনের জন্যই সাসপেন্ড করেছে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রবিবার তিন রাজ্যে বিজেপির বিরাট জয়ের পরে বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, বিধানসভা চত্বর এবং তার বাইরের রাস্তায় বিজেপি বিধায়করা মিষ্টি বিতরণ করবেন। মনে করা হচ্ছে, বিজেপির মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হতে পারে বিধানসভা। আবার এদিনই বিধানসভায় আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিধানসভায় নিজের ঘরেই মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন তিনি। তাই এমন একটি দিনে বিজেপির তিন রাজ্যে জয় নিয়ে বিধানসভায় বিজয় মিছিল করে শাসকদলের উপর চাপ তৈরি করতে চাইবেন 'সাসপেন্ড' শুভেন্দু, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

এই রায় মোদীর সাফল্যের পক্ষে, ৩ রাজ্যের ফলাফলে প্রতিক্রিয়া শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : "কিছু জনভিত্তি হারিয়ে ফেলা জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল যে ঘৃণা, বিভাজন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে আবহ তৈরি করতে চেয়েছিল তার বিপক্ষে রায় দিয়েছে মানুষ। তিনরাজ্যে বিজেপির জয়জয়কারের প্রবণতা সামনে আসতেই ভোট নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। সামনের বছর লোকসভা ভোট। তার আগে রবিবার দেশের চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। ফলাফল অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। তিনরাজ্যে বিজেপির জয়জয়কারের প্রবণতা সামনে আসতেই ভোট নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। সেখানেই মোদীর-শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার পাশাপাশি বিরোধী আইএনডিআই জোটেরও তুলোধনা করলেন। স্পষ্ট বললেন, "কিছু জনভিত্তি হারিয়ে ফেলা জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দল যে ঘৃণা, বিভাজন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে আবহ তৈরি করতে চেয়েছিল তার বিপক্ষে রায় দিয়েছে মানুষ। এই রায় ভারতের পক্ষে, নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যের পক্ষে, ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতার পক্ষে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পক্ষে।" দলের দেশজোড়া সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও রাজ্য সরকারের তুলোধনা করতে ভুললেন না শমীক। প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। কড়া সমালোচনা করে শমীক বলেন, "আমাদের রাজ্যে সেখানে আমরা আছি, সেখানে গণতন্ত্র কার্যত বাজেয়াপ্ত, সেখানে মানুষের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়, সেখানে স্পিকার সরাসরি দল ভাঙানোর খেলায় অংশগ্রহণ, সেখানে সাংবিধানিক প্রধান বারবার কদর্য্য ভাষায় আক্রমণের স্বীকার হন, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ পুলিশের উপস্থিতিতে লুঠ করা হয়।" শমীকের দাবি শীঘ্রই এসবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে বাংলার মানুষ। বলেন, "আজ গোটা ভারতবর্ষের মানুষ যে রায় দিয়েছেন আমাদের বিশ্বাস এ রাজ্যেও আগামী নির্বাচনে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। এই নির্বাচনে অনেকে সেমিফাইনাল বলছিলেন। ফলাফল বলে দিচ্ছে ফাইনাল কেমন হবে। কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গিয়েছে ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মোদী।"

দেশের মানুষ মোদীর সমালোচনা সহ্য করতে পারে না : মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, বলে রবিবার মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। তিনি এদিন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমালোচনার যোগ্য জবাব দিয়েছে জনগণ। কারণ তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের দিকে এগোচ্ছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে রবিবার চারটি রাজ্যের ভোট গণনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজ জনগণের মনে রয়েছে। তাই এই নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করেছে যে মোদী তাদের মনে আছেন। শিন্ডে বলেন, একইভাবে ২০১৪ সালেও নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বলেও এদিন উল্লেখ করেন শিন্ডে। ২০১৯ সালেও প্রধানমন্ত্রীর নিন্দা করা হয়েছিল এবং জনগণ তাঁকে আবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিল। এমনকি ২০২৪ সালেও নরেন্দ্র মোদী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই নির্বাচনী ফলাফল তাই প্রমাণ করেছে।একনাথ শিন্ডে জানান, দেশের জন্য নরেন্দ্র মোদীর কাজ এবং অমিত শাহের পরিকল্পনা নির্বাচনে জয় এনে দিয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল তাদের জন্য একটি বড় চড়, যারা বলেছিলেন যে মোদীর ক্যারিশমা শেষ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাতে দেশে কেউ ক্ষুধার্ত না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন এবং তিনি বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে গর্বিত করেছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস জানান,তিনি এই নির্বাচনী ফলাফলে খুব খুশি। নির্বাচনের সব ফলাফল প্রকাশের পর তাঁরা এবিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি দেবেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার জানান, এই নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করেছে যে দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প নেই। মোদীর কাজ দেখে তিনি বিজেপি সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজ এবং অমিত শাহের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে এই বিজয় অর্জিত হয়েছে বলে রবিবার জানান অজিত পাওয়ার। মুম্বইয়ে বিজেপির সভাপতি আশিস শেলার বলেন, যারা বিজেপিকে অপমান করছে তাদের জন্য এই জয় একটি বড় চড়। এখন আমাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে এবং ২০২৪ সালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং ৪০০-এর লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

৩ রাজ্যে বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই সপরিবার বোল্লাকালী মন্দিরে পুজো দিলেন সুকান্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : সামনের বছর লোকসভা ভোট। তার আগে রবিবার দেশের চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। ফলাফল অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। তিনরাজ্যে বিজেপির জয়জয়কারের প্রবণতা সামনে আসতেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সবথেকে বড় বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের কাছে পুজো দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার বিকেলে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বোল্লা মন্দিরে পুজো দিলেন সুকান্ত মজুমদার। পুজো দেওয়ার পর বিজেপির জলসত্রতে বসেন তিনি। পথ চলতি মানুষদের মধ্যে লাড্ডু, বাতাসা ও পানীয় জল তুলে দেন সাংসদ। এরপর ছোটবেলার দিনগুলোতে ফিরে যান সুকান্ত। এয়ারগান দিয়ে ফাটান নীল ও সবুজ বেলুন। দলীয় কর্মী সমর্থকদের জন্য দোকান থেকে কেনেন জিলিপি। সেই জিলিপি নিজেও খান তিনি। কিছুটা এগোতেই আচারের দোকান থেকে বনকুল কিনেও খান সুকান্ত মজুমার। তিন রাজ্যে ভালো ফল হওয়ার জন্যই আজ মায়ের কাছে পুজো দিলেন দিলেন তিনি। আগামীদিনে লোকসভা নির্বাচনে ভাল ফল হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

চোপড়ায় গাছের ডাল কাটতে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

চোপড়া, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার মুকদুমী গ্রামে গাছের ডাল কাটতে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দিলদার হুসেন(২২)। ওই যুবক এদিন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছেই বেশ কিছুক্ষণ ঝুলে ছিল বলে স্থানীয়রা জানান। পরে খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করেন। এরপর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবারের বাড়ির পাশ দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের সংযোগ গিয়েছে। বিদ্যুৎ দফতরে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এদিকে চোপড়ার বিদ্যুৎ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গাছের ডাল কাটা নিয়ে আগাম কেও কিছু জানান নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার বাম সংগঠনের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

পাঁচ কারণ: লেপের তলা থেকে বেরোতে কষ্ট হয়

দশ বছর টানা "মর্নিং স্কুল" করেও ভোরে ওঠার অভ্যাস হয়নি। সকালে কোথাও যেতে হলে সারা রাত জেগে থাকতে হয়। না হলে কোনও দিন সময়ে পৌঁছতে পারেন না। বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকার ফল যে খুব ভাল নয়, তা জানেন। মধ্যবয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নানা রকম রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করবে। মনমেজাজ ভাল রাখতেও তাড়াতাড়ি দিন শুরু করা জরুরি। আসলে আমাদের শরীর নির্দিষ্ট একটি ঘড়ি মেনে চলে। "সার্কাডিয়ান ক্লক" অনুযায়ী, যে সময় থেকে শরীর নামক "যন্ত্রটি" শারীরবৃত্তীয় কাজ করতে শুরু করে, সেই সময়েই ঘুম থেকে উঠে পড়া উচিত। সকালে তাড়াতাড়ি উঠবেন কিন্তু ঘুমে ঘাটতি হলে চলবে না। তাই নিয়ম মেনে ঘুমিয়েও পড়া উচিত। না হলে ছন্দপতন হতেই পারে। আর কোন কোন কারণে সকালে ওঠার অভ্যাস করতে হবে?

১) কর্মদক্ষতা বেড়ে যায়,একা হাতে সব দিক সামলাতে গেলে আগে থেকে কিছু পরিকল্পনা করে রাখা জরুরি। তার জন্য যে সময় প্রয়োজন তা নেই। ঘুম থেকে উঠতে যদি রোজই দেরি হয়ে যায় তা হলে কখন কী করবেন, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তাই সকালে উঠতে পারলে হাতে একটু বেশি সময় পাওয়া যায়। ২) মনমেজাজ ভাল থাকে, মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সকাল সকাল দিন শুরু করতে বলেন মনোবিদেরা। সকালে আশপাশের পরিবেশ শান্ত থাকে। ফলে মনকে যদি বশে রাখতে চান, ধ্যান বা মেডিটেশন অভ্যাস করার জন্য এই সময়টিই উত্তম। ৩) নিজের জন্য সময়, কাজ, দায়দায়িত্ব সামলে দিনের বেশ খানিকটা সময় নিজের জন্য রাখতে হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার বেশির ভাগটাই তো কাজেকর্মে কেটে যায়। বাকি সময় থেকে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করতে গেলে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতেই হবে।, ৪) শরীরচর্চা করার সময়

অনেকেই মনে করেন শরীরচর্চা করার নির্দিষ্ট কোনও সময় হয় না। কাজের মাঝে একটু সময় পেলেই কসরত করে ফেলা যায়। তবে মতান্তরও রয়েছে। শরীরচর্চার সুফল পেতে গেলে সকাল সকাল গা ঘামানোই ভাল। ৫) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা,সকালের রোদ গায়ে মাখতে পারলে শরীরে স্বাভাবিক ভাবেই ভিটামিন ডি তৈরি হয়। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সকালে উঠতে হবে।

পাঁচ নিয়ম মাথায় রেখে চললে বাড়িতেই হবে দোকানের মতো তুলতুলে কেক

শীতের মরসুম মানেই বাড়িতে বাড়িতে কেক বানানোর প্রস্তুতি শুরু। কারও পছন্দ ফ্রুট কেক, কেউ আবার পছন্দ করেন ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক। তবে বাড়িতে বানানো কেক স্বাদে ভাল হলেও দোকানের মতো নরম তুলতুলে হয় না অনেক ক্ষেত্রে। কখনও তাপমাত্রায় হেরফের হয়ে যায়, কখনও আবার উপকরণ কমবেশি হয়ে যায়। জেনে নিন, কেক তৈরির সময় কোন ৫ নিয়ম মাথায় রেখে চললে, বাড়িতে বানানো কেকও দোকানের মতো নরম এবং ফোলা হবে।

১) কেক বানানোর সব উপকরণ যাতে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকে, সে দিকে সতর্ক থাকুন। ফ্রিজের ঠান্ডা দুধ কিংবা মাখন দিয়ে কেক বানাতে শুরু করবেন না। এই ভুলেই কেক ফোলে না।

২) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে ময়দা, চিনি, মাখনের এবং অন্যান্য উপকরণের পরিমাপ ঠিক রাখা ভীষণ জরুরি। উপকরণের মাত্রা এ দিক ও দিক হয়ে গেলেই দোকানের মতো কেক আর হবে না। বেকিংয়ের শখ থাকলে উপকরণ মাপার জন্য "বেকিং কিট" কিনে নিতে পারেন। আন্দাজ করে নয়, রেসিপি ঠিক করে জেনে নিয়ে তবেই কেক বানান।

৩) কেক, কুকি কিংবা মাফিন বানানোর সময় এক চিমটে নুন ব্যবহার করুন। এতে স্বাদ বাড়বে। ময়দা-সহ সব শুকনো উপকরণ চালুনিতে ছেঁকে তবেই ব্যবহার করুন।

৪) চিনি আর মাখনকে যত বেশি সম্ভব নাড়িয়ে একেবারে মোলায়েম মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিকে "ক্রিমিং" বলে। ক্রিমিং ভাল হলে তবেই কেক নরম হবে। ময়দা মেশানোর সময় খুব বেশি ফেটানোর প্রয়োজন নেই। আলতো হাতে কেবল মিশ্রণের সঙ্গে ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিলেই হবে।

৫) বেকিংয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভেনটি "প্রি হিট" করা। অনেকেই প্রেশার কুকারে কেক তৈরি করেন। সে ক্ষেত্রেও কুকারটি গরম করে নিতে ভুলবেন না।

ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ

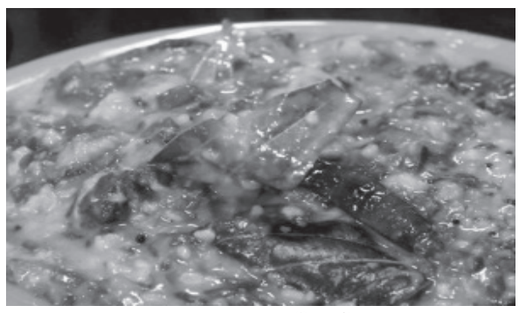

পুজোর পর থেকেই জোরকদমে শরীরচর্চা করতে শুরু করেছেন। মাসখানেক যেতে না যেতেই আবার বিয়ের মরসুম শুরু। এই সব কিছুর মাঝে ওজন ঝরানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছে। ওজন ঝরাতে প্রোটিনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যাঁরা মাছ, মাংস বা ডিম খেতে পছন্দ করেন না, তাঁরা কী খাবেন? তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এ ক্ষেত্রে পালং শাক দিয়ে তৈরি ডাল কিন্তু অসাধারণ একটি বিকল্প হতে পারে।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উত হল ডাল। ভাতের সঙ্গে ডাল কম-বেশি সকলেই খেয়ে থাকেন। সঙ্গে শুধু যোগ করতে হবে পালং শাক।

কী ভাবে তৈরি করবেন এই পালং-ডাল?

উপকরণ

অড়হর ডাল: ১ কাপ

মুগ ডাল: আধ কাপ

পালং শাক: ২ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ

রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ

টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ

কাঁচালঙ্কা কুচি: ২-৩টি

আদা কুচি: ১ টেবিল চামচ

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

চিনি: আধ চা চামচ

হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ

ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

হিং পাউডার: আধ চা চামচ

লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ

সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ

গোটা জিরে: আধ চা চামচ

শুকনো লঙ্কা: ১টি

তেজপাতা: ১টি

প্রণালী

১) ডাল ধুয়ে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। তার পর প্রেশার কুকারে সামান্য তেল এবং নুন দিয়ে তা সেদ্ধ করে নিন।

২) এ বার কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। তার মধ্যে ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা।

৩) এ বার দিয়ে দিন পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন কুচি। ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে টোম্যাটো, লঙ্কা কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৪) এর পর সমস্ত গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে একেবারে শেষে দিয়ে দিন পালং শাক।

৫) এ বার সেদ্ধ করা ডাল দিয়ে দিন। ভাল করে ফুটিয়ে নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে দিন।

৬) চাইলে নামানোর আগে উপর থেকে সামান্য ঘি ছড়িয়ে নিতে পারেন।

৭) স্বাদের জন্য অনেকেই উপর থেকে ভাজা পেঁয়াজ-রসুনও ছড়িয়ে দেন।

লুচি খাওয়ার পর জল খেলেই তো বিপদ

রাতে বিয়েবাড়ি আছে বলে সকাল থেকে বেশি কিছু খাননি। খিদে পেটে বুফের টেবিলে মটন বিরিয়ানি দেখে আর লোভ সামলাতে পারেননি। অনেকটা খেয়ে ফেলেছেন। খাওয়ার পরেই গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকটা পরিমাণে জল খেয়ে তো ফেললেন। এ বার সমস্যা হল, জল খাওয়ার পর থেকেই বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। কিন্তু খাবার খাওয়ার পর জল খেলে তো হজম ভাল হয়!

তা হলে ফ্রিশ ফ্রাই, মটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাঁপ খাওয়ার পর পুরো বিষয়টা উল্টে গেল কেন? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ঠান্ডা বা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা জল, অতিরিক্ত তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ভাঙতে পারে না। উল্টে পেটের অস্বস্তি বেড়ে যায়। এমন সময়ে কোন ধরনের পানীয় খাওয়া উচিত? ১) ঈষদুষ্ণ জল

তেলে ভাজা খাবার খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে সাধারণ তাপমাত্রার জল খেতে বারণ করেন অনেকেই। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ জল খেলে তেল বা চর্বিজাতীয় খাবার হজম করার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। পরিপাকতন্ত্রের পেশিগুলিকে সাবলীল রাখতেও সাহায্য করে ঈষদুষ্ণ জল। পাকস্থলীর রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে হালকা গরম জল।

২) স্যুপ খুব জলতেষ্টা পেলে বিভিন্ন সব্জি দিয়ে তৈরি স্যুপ খাওয়াই যায়। বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজে ঠাসা এই স্যুপ শরীর থেকে দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। পরিমাণে একটু বেশি বিরিয়ানি খেয়ে ফেললে, তা হজমে বা পেটফাঁপার সমস্যাতেও দারুণ কাজ করে স্যুপ।

৩) প্রোবায়োটিক ড্রিঙ্ক অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে প্রোবায়েটিক খাবার বা পানীয় খেতে বলা হয়। ভাজা, অতিরিক্ত তেলমশলা দেওয়া খাবার খেলে এই ধরনের পানীয় খাবার হজম করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

৪) মৌরি ভেজানো জল

বেগুনি, আলুর চপ বা পেঁয়াজি খাওয়ার পর পেটে অস্বস্তি হলে মৌরি ভেজানো জল খেতে পারেন। অনেকে আবার এই পানীয়টি হালকা গরম করে খেতেও পছন্দ করেন।

৫) গ্রিন টি

গ্রিন টি-র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। খাবার হজমে সহায়ক উতেচকগুলির উতাদন এবং ক্ষরণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই উপাদানটি। চর্বিজাতীয় খাবার সহজে ফজম করতে গ্রিন টি-র জুড়ি মেলা ভার।

শুধু দামি প্রসাধনী নয়, ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে হবে এই ধরনের চা

সকালে উঠে চায়ের কাপে চুমুক না দিলে চলে না। ঘুম ভাঙে না চায়ের গন্ধ না পেলে। ছুটির দিনে বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা অফিসে কাজের মাঝে কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই রয়েছে। তবে ত্বকচর্চায় চায়ের ব্যবহার কিন্তু বহু পুরনো। চিনে রোগের চিকিতায়, রূপচর্চায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রকম চা খাওয়ার চল রয়েছে।

বাইরে থেকে ত্বকের যত্ন নিলেই যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা বিশ্বাস করেন না চিনারা। বিভিন্ন সূত্রে চিনের সেই চায়ের দাওয়াই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, শুধু চা পাতা নয়, রান্নায় ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি মশলারও ভূমিকা রয়েছে এতে। কী ভাবে তৈরি করতে হয় এই ধরনের চা?

একটি পাত্রে চায়ের জন্য জল ফুটতে দিন। জল গরম হলে তার মধ্যে গ্রিন টি দিয়ে দিন। এ বার দিয়ে দিন এক চিমটে হলুদ। সামান্য একটু আদা থেঁতো করে দিয়ে দিন চায়ের মধ্যে। আঁচ একেবারে কমিয়ে এক চিমটে দারচিনি, সামান্য ছোট এলাচের গুঁড়ো, বেশ কয়েকটি গোলমরিচ, মৌরি এবং কয়েকটি লবঙ্গ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর ছেঁকে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। যাঁরা দুধ চা খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা এর মধ্যে দুধও মেশাতে পারেন। খাওয়ার আগে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন।

পাঁচ উপায়: খরচ করে ড্রাই ফ্রুট না কিনে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন

শীত পড়তেই বাজারে শুকনো ফলের রমরমা। কাজুবাদাম, কিশমিশ, কালো আঙুর, খোবানি, ডুমুর, কিউই, পিচ থেকে শুরু করে কত কী যে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। শীতকালে ড্রাই ফ্রুট কেনার চল একটু বেশিই চোখে পড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়ে চলে কেকের সিজন। ক্রিসমাস কেক, প্লাম কেক, রিচ ফ্রুট কেক সবেতেই শুকনো ফল দেওয়ার রেওয়াজ।

তবে এই সমস্ত ফল খেতে ভাল হলেও এদের দাম বিপুল। তাই ইচ্ছে থাকলেও সকলের পক্ষে সেই সব ফল কেনা সম্ভব হয় না। তাই বলে ড্রাই ফ্রুট খাওয়া বন্ধ থাকবে? একদম না। বাজার থেকে টাটকা ফল কিনে সহজেই বাড়িতে তৈরি করে ফেলা যায় ড্রাই ফ্রুট।

১) টাটকা ফল বাছতে হবে

ড্রাই ফ্রুট তৈরি করার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল বাজার থেকে বেছে ভাল মানের, পাকা ফল কেনা। ফলের মান যত ভাল হবে, ড্রাই ফ্রুট খেতে তত ভাল হবে। বাজার থেকে কেনা ফল ধুয়ে, খোসা ছাড়িয়ে, বীজ ফেলে দিয়ে, সমান ভাবে কেটে নিতে হবে।

২) যেন খয়েরি দাগ না হয়

বাজার থেকে কেনা ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকনো করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। কাটা ফল অনেক সময়ে কালচে বা লালচে হয়ে যায়। যাতে তেমনটা না হয়, তার জন্য কাটা ফলে লেবুর রস মাখিয়ে রাখতে পারেন। অনেকে গুঁড়ো চিনিও ছড়িয়ে রাখেন।

৩) শুকিয়ে নিতে হবে

কাটা ফল শুকোনোর জন্য বেশ কিছু দিন কড়া রোদে রেখে দিতে হবে। কিন্তু কাটা ফলে মাছি বসলে, তাতে পচন ধরতে পারে। তাই পরিষ্কার একটি ট্রে-তে কাটা ফল সাজিয়ে, তার উপর পাতলা কোনও কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে পারেন।

৪) অভেনে শুকোনোর পালা

কাটা ফল বেশ কিছু দিন রোদে রাখলে, প্রাথমিক ভাবে রস শুকিয়ে যায়। তার পর বেকিং ট্রে-তে পার্চমেন্ট কাগজ বা বেকিং শিটের উপর ফলগুলি সাজিয়ে, একেবারে অল্প তাপমাত্রায় অভেনে রোস্ট করে নিন। ফলগুলি যাতে পুড়ে না যায়, তাই মাঝে মধ্যে অভেন খুলে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। তবে রোস্ট করার সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ফলগুলি থেকে রস টেনে গেলেও তা একেবারে শুকনো খটখটে না হয়ে পড়ে। ফলের গায়ে যাতে রস লেগে না থাকে, সে দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন।

৫) সংরক্ষণ

শুকনো ফল রাখার জন্য পরিষ্কার বায়ুরোধী শিশি প্রয়োজন। কারণ, হাওয়া-বাতাস লাগলে শুকিয়ে নেওয়া ফলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেকেই সিল করা প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে সেই সব ফল রাখেন, যাতে তা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

রোজকার কোন অভ্যাসে বদল আনলে চুল পড়ার সমস্যা কমবে?

চুল ভাল রাখতে তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার সব বদলে ফেলেছেন। রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী নয়, ভেষজ প্রসাধনী ব্যবহার করছেন, তবুও চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই বশে আনতে পারছেন না? চুল আঁচড়ালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। সমস্যা কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে চিরুনিতেই। প্লাস্টিকের তৈরি চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে কিন্তু চুল বেশি ওঠে।

প্লাস্টিকের চিরুনির বদলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন। জেনে নিন, এই ছোট বদল কী ভাবে চুলের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে।

১) নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। এই কারণে চুলের গোড়ায় পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয়। মাথার ত্বক থেকে যে সেবাম বেরোয়, তা ত্বকের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয় কাঠের চিরুনি ব্যবহারে।

নিয়মিত কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়।

২) চুলের যত সমস্যার মূল মাথার তালু। কারণ, খুশকি বা মৃত কোষ সবই জমে সেখানেই। প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়ে সেগুলির সঙ্গে প্রচুর চুলও উঠে আসতে থাকে। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে খুশকির সমস্যা দূর হয়।

৩) জট পড়া চুলে চিরুনি চালালে বেশি চুল ঝরে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের চিরুনি ব্যবহার করলে তাতে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়। এই কারণে চুল ছিঁড়ে ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এমন সমস্যা হয় না। চুল পড়া রুখতে তাই কাঠের চিরুনি ব্যবহার করুন।

শীত পড়তেই গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বেড়েছে?

রাতের দিকে শীতের আমেজ টের পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। আর শীতের শুরুতেই গলা খুসখুস, ঢোক গিলতে সমস্যা, কথা বলতে গেলেই গলায় অস্বস্তি এই সব উপসর্গ দেখা দিচ্ছে ঘরে ঘরে। গরম জলে নুন দিয়ে গার্গল করেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। শীতে সর্দি-কাশির প্রকোপ ঠেকাতে ভরসা রাখুন আদার উপর। আদা রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি করা যায় শুঁঠ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তৈরি করতে এই শুকনো আদা ব্যবহারের নিদান দেয়। ঠান্ডায় গা গরম রাখতে পারে শুঁঠ। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট-এ ভরপুর শুঁঠ, "ট্রিপসিন" এবং "লাইপেজ" নামক দুটি উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তোলে। এই দু'টি উতেচক প্রোটিন এবং ফ্যাট ভাঙতে সাহায্য করে, ফলে হজমশক্তি বাড়িয়ে শরীরকে চাঙ্গা রাখে।

এ ছাড়া আর কী কী কাজে লাগে শুঁঠ বা শুকনো আদা?

১) বদহজমের সমস্যা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না? কিছু খেলেই গলা-বুক জ্বালা করতে শুরু করে? এই সমস্যার সমাধানেও শুকনো আদা কাজে আসতে পারে।

২) মাইগ্রেনের যন্ত্রণা নিরাময়েও কাজ আসে শুঁঠ। ৩) শীতের মরসুমে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে ঘরে ঘরে। এই মরসুমের ছোঁয়াচে সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি পেতে গুড় দিয়ে শুঁঠ খেতে পারেন। ৪) মেদ ঝরাতে রোজ সকালে উষ্ণ জলে লেবু, মধু দিয়ে খাচ্ছেন? এর সঙ্গে যদি একটু শুঁঠ মিশিয়ে নিতে পরেন, আরও ভাল কাজ হবে। ওজন ঝরবে দ্রুত।

৫) ঠান্ডায় বয়স্ক মানুষদের হাত-পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়। এই সমস্যা দূর করতে রোজ নিয়ম করে শুকনো আদা খেতে পারেন। কী ভাবে খেলে উপকার পাবেন? ১) রাতে ঘুমোনোর আগে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন। ২) সকালে খালিপেটে ঈষদুষ্ণ জলে ঘি, মধু আর শুকনো আদা মিশিয়ে খেতে পারেন। ৩) চায়ে মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

রবিবার ত্রিপুরা ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মালদায় বাইক ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম যুবক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদা জেলায় বাইকের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম এক যুবক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ চাঁচলগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে জাবরা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম পবিত বসাক(২৩)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বচকোন্দা গ্রামে। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পবিত বসাক বাইক নিয়ে তুলসীহাটা মার্কেটে আলুর ব্যবসা করতে আসছিল। অপরদিকে তুলসীহাটার দিক থেকে একটি ডাম্পার ভবানীপুর ব্রিজে মাটি ফেলে চাঁচলের দিকে যাচ্ছিল। জাবরা এলাকায় ডাম্পারটি সরাসরি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত হয়ে পড়ে বাইক চালক পবিত বসাক। দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যায় বাইকটি। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। কি করে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব শিবরাজ সিং চৌহানকে দিলেন জ্যোতিরাদিত্য

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশে ফের সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। এই মুহূর্তে এই রাজ্যে বিজেপি এগিয়ে আছে ১৬২ আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৬৫ আসনে। রাজ্যের এই সাফল্যের পিছনে আছে বিজেপির ''লডলি বহেনা'' প্রকল্প। এমনটাই মনে করেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, ''লডলি বহেনা'' প্রকল্প এখানে গেম-চেঞ্জার এবং তার পুরো কৃতিত্ব শিবরাজ সিং চৌহানের। ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় বরাবরেই মতোই এবার মূল লড়াইটা ছিল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে।
২০১৮ সালে কংগ্রেস সরকার গঠনের পর ১৫ মাস সেখানে ক্ষমতায় থাকে। এরপর ২০২০ সালে কংগ্রেস থেকে সদলবলে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর গেরুয়া-রাজ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি এবার হিন্দি বলয়ের এই রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়ে নানা জল্পনা ছিল। তবে, চৌহান ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলেন মহিলাদের জন্য তৈরি প্রকল্পের উপর। যার মধ্যে রয়েছে- ''লডলি বহেন যোজনা''। যে প্রকল্পে রাজ্যের গরিব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ১২৫০ টাকা করে প্রতি মাসে ঢুকিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। যেটাকে ''ভোট গিমিক'' বলে আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। তবে, বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্যই দলীয় লাইন মেনে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি
''বিজেপির জয় নয়, এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা'', ৩ রাজ্যের ফলাফলে প্রতিক্রিয়া কুণালের
কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : সামনের বছর লোকসভা ভোট। তার আগে রবিবার দেশের চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে। ফলাফল অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। তিনরাজ্যে বিজেপির জয়জয়কারের প্রবণতা সামনে আসতেই, কংগ্রেসের নিশানা করল তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ মন্তব্য করলেন, ''বিজেপির জয় নয়, এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা''।
তিনি বলেন, 'তিনটি রাজ্যে বিজেপি কংগ্রেসকে পরাজিত করে সরকার গড়ার দিকে যাচ্ছে। একটি রাজ্যে যেখানে অন্য একটি দল ক্ষমতায় ছিল তাদের হারিয়ে কংগ্রেসের জেতার মতো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তীসগঢ়ে বিজেপির জয় বিজেপির সাফল্য নয়, এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা। কংগ্রেসের যে দুর্বলতা, যে সাংগঠনিক ব্যর্থতার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, এটা কংগ্রেসের সেই সাংগঠনিক দুর্বলতা ও ব্যর্থতা। বিজেপির জয় নয়, এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা।'
উল্লেখ্য, রবিবার মধ্যপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যের ভোটগণনা চলছে। মিজোরামে গণনা হবে কাল। এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড তাতে কংগ্রেসের থেকে দ্বিগুণ বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপি। সব মিলিয়ে একমাত্র তেলেঙ্গানা ছাড়া বাকি তিন রাজ্যেই অত্যন্ত ভালো অবস্থায় রয়েছে বিজেপি।

রাজস্থানে রাজ্য বিজেপি অফিসে আনন্দ-উদ্দীপনার পরিবেশ

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থান বিধানসভায় ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যার জন্য রাজ্য বিজেপি অফিসে আনন্দ ও উদ্দীপনার পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। বিজেপি অফিসে ঢোল বাজানো হচ্ছে এবং কর্মীরা আনন্দে নাচছে। এছাড়া একে অপরকে লাড্ডু খাইয়ে খুশি ভাগ করে নিচ্ছে কর্মীরা।
বিজেপি অফিসে তিনটি বড় এলইডি বসানো হয়েছে। এলডিমার মতো, যতই বিজেপি প্রার্থীকে এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, ততই কর্মীরা জয় শ্রী রাম এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জয়জয়কার করে আনন্দ মেতে উঠছেন। রাজ্য বিজেপি অফিসের পরিবেশ এমন যে সেখানে পা রাখার জায়গা নেই। একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন বিজেপির কর্মকর্তা-কর্মীরা।উধাও শীতের আমেজ, দক্ষিণবঙ্গে বাড়ল রাতের তাপমাত্রা

নেপালে নিষিদ্ধ পাঁচ লাখের বেশি ওয়েবসাইট

কাঠমান্ডু, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাঁচ লাখের বেশি ওয়েবসাইট নিষিদ্ধ করেছে নেপাল সরকার। এর মধ্যে রয়েছে ডেটিং, অনলাইন গেমিং, অনলাইন জুয়া এবং পর্ণ সাইটগুলি যেগুলো সরকারি বিভাগে তালিকাভুক্ত নয়। নেপাল টেলিকমিউনিকেশন অথরিটি এসব সাইট বন্ধের তথ্য দিয়েছে।
কর্তৃপক্ষের পরিচালক বিজয় কুমার রাই জানান, দেশের আইন ও সরকারের নির্দেশ না মানা ওয়েবসাইটগুলি বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে অশ্লীল বিষয়বস্তু দেখানো পর্ণ সাইট। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি।
তিনি বলেন, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক এবং সেন্ট্রাল রিসার্চ ব্যুরোর সুপারিশে এক লাখেরও বেশি অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে, পাবজি গেম সহ চিন থেকে পরিচালিত বেশিরভাগ ওয়েবসাইট রয়েছে। এর বাইরে নেপাল প্রেস কাউন্সিলের সুপারিশে নেপাল টেলিকমিউনিকেশন অথরিটি ১০০ টিরও বেশি নিউজ পোর্টাল বন্ধ করে দিয়েছে।

অনূর্ধ১৭ বিশ্বকাপ: এ যেন কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের রিপ্লে

সুরাকারতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফুটবল বিশ্বকাপের সফল দলগুলোর মধ্যে জার্মানি অন্যতম। চারবার তারা বিশ্বকাপ জিতেছে। কিন্তু ছোটদের বিশ্বকাপে তাদের ট্রফি ছিল না।সেই আক্ষেপ অবশেষে দূর হলো জার্মানির।রোমাঞ্চে ভরা ইন্দোনেশিয়ার সুরাকারতার মানাহান স্টেডিয়ামের এই ফাইনালে ৪-৩ গোলে ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হল জার্মানির কিশোররা। নির্ধারিত সময় ম্যাচ ছিল ২-২।এ যেন কাতার বিশ্বকাপের রিপ্লে! কাতারে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় আর্জেন্টিনা---ফ্রান্স ফাইনাল

গণনার আগে মধ্যপ্রদেশে ব্যালটের সিল ভাঙার অভিযোগ কংগ্রেসের, অস্বীকার রিটার্নিং অফিসারের

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে গণনা। এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি এগিয়ে ১৬২ আসনে, কংগ্রেস এগিয়ে মাত্র ৬৫ আসনে। কিন্তু তার আগেই মধ্যপ্রদেশে পোস্টাল ব্যালটে কারচুপির অভিযোগে সরব হল কংগ্রেস। উজ্জয়নে কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, শনিবারই একটি ব্যালট বাক্সের পেপার সিল ভাঙা হয়েছে। যদিও রিটার্নিং অফিসার এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।
রাজ্যের তারানা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মহেশ পার্মারের অভিযোগ, তিনি কয়েকজন দলীয় কর্মীর সঙ্গে স্ট্রংরুমে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি দেখতে পেয়েছেন, একটি বাক্সের সিল ভেঙে অন্য সিল লাগানো হয়েছে। সেই সিলটি তখনও ভেজা ছিল বলেই দাবি ওই কংগ্রেস নেতার। কিন্তু কালেক্টর কুমার পুরুষোত্তম, যিনি জেলার রিটার্নিং অফিসারও, তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুরুষোত্তম জানাচ্ছেন, নির্বাচনের কমিশনের নির্দেশ মেনে বাক্সগুলি জেলাশাসকের দফতর থেকে গণনাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং তা করা হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও প্রার্থীদের উপস্থিতিতেই। পুরো প্রক্রিয়াই ভিডিওয় তোলা হয়েছে বলেও দাবি তাঁর।
উল্লেখ্য, রবিবার মধ্যপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যের ভোটগণনা চলছে। মিজোরামে গণনা হবে কাল। এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড তাতে কংগ্রেসের থেকে দ্বিগুণ বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপি। সব মিলিয়ে একমাত্র তেলেঙ্গানা ছাড়া বাকি তিন রাজ্যেই অত্যন্ত ভালো অবস্থায় রয়েছে বিজেপি।

উধাও শীতের আমেজ, দক্ষিণবঙ্গে বাড়ল রাতের তাপমাত্রা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে 'মিগজাউম'। যার জেরে কার্যত উধাও শীতের আমেজ। অনেকটাই বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৫ ডিগ্রি উপরে। সকাল এবং সন্ধ্যায় শীতের আমেজ আগামী কয়েকদিন আর সেভাবে টের পাওয়া যাবে না। বেলার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা বাড়বে। বজায় থাকবে আর্দতাজনিত অস্বস্তিও।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে 'মিগজাউম' উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে সোমবার দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর তামিলনাড়ু উপকূলে পৌঁছনোর কথা। এর পর গতিপথ পরিবর্তন করে শুধুই উত্তর দিকে এগোবে ঘূর্ণিঝড়। মঙ্গলবার দুপুর অথবা বিকেলে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে।
আবহাওয়াবিদদের অনুমান, অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর ও মছলিপত্তনামের মাঝামাঝি এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে স্থলভাগে। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার থাকার কথা। সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার গতিবেগ হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে আগামী কয়েকদিন ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনদিন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা ছাড়া আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস।

রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল : ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব অব্যাহত

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসছে, রবিবার ১১টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি জয়ের দিকে এগোচ্ছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিহ্ন অতিক্রম করছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রাজস্থান রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের গ্যারান্টিকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সকাল ১১টা পর্যন্ত বিজেপি ১১৫টি আসনে এবং কংগ্রেস ৬৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। অন্য ১৬টি আসনে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
সর্দারপুরা আসন থেকে এগিয়ে রয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বিদ্যাধর নগর আসন থেকে এগিয়ে রয়েছেন দিয়া কুমারী।
প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট এগিয়ে রয়েছেন, রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসারা, বিধানসভার স্পিকার ডক্টর সিপি জোশী এবং বিরোধী নেতা রাজেন্দ্র রাঠোড় পিছনে রয়েছেন। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সতীশ পুনিয়াও আমের আসন থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। দুপুর ১টার মধ্যে নতুন সরকার কে হবেন তার পরিস্কার ছবি সকলের সামনে চলে আসবে।
রাজস্থানের ১৯৯টি বিধানসভা আসনের জন্য ২৫ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীকরণপুর বিধানসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত কুন্নারের মৃত্যুর কারণে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই বিধানসভা নির্বাচনে ১,৮৬৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ:ভারতকে শীর্ষ স্থানে যেতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতেই হবে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলে ফেলেছে। প্রথম ম্যাচে একতরফা ভাবে জিতলেও দ্বিতীয় টেস্ট বৃষ্টির কারণে ড্র হয়েছে। যার জন্য তখন ভারতীয় দল পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে এবং শ্রীলঙ্কায় শ্রীলংকাকে টেস্ট সিরিজে ২-০ তে পরাস্ত করে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে পাকিস্তান এবং ভারত শীর্ষস্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে। আর চলতি বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে বড় ব্যবধানে নিউজিল্যান্ড হারার ফলে ভারতকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ।সুতরাং ভারতীয় দল এখন তৃতীয় স্থানে। তবে ভারতীয় দলের কাছে সুযোগ রয়েছে পয়েন্ট তালিকা শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর এবং সেটা দক্ষিণ আফ্রিকায়। এক্ষেত্রে ভারতের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট। এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট শক্তিশালী দল এবং ভারতকে সিরিজ জিততে গেলে ভালো পারফরম্যান্স অবশ্যই করতে হবে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে শেষবার ভারতীয় দল যখন দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিল তখন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২-১ সিরিজ হেরেছিল। তবে এবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের কাছে রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ শীর্ষে পৌঁছানোর। কারণ শীর্ষে থাকা পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলবে যেখানে তাদের কাছে অজিদের হারানো সহজ হবে না এবং সেই সুয়োগে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালে পৌঁছে যাবে শীর্ষস্থানে।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত আবাসন থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাতসকালে শহর কলকাতার অভিজাত আবাসন থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের। মৃতের নামে রঞ্জন বোস (৬৭)। রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বলে জানা যাচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি অভিজাত আবাসনের ১৭ তলা থেকে পড়ে যান ওই বৃদ্ধ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন। তবে পুরো বিষয়টিই এখনও তদন্তের অধীনে সূত্রের খবর, আবাসনে ওই বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। দুইজনেই অবসরপ্রাপ্ত। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ব্যাঙ্কের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে এদিন যখন এই ঘটনা ঘটে তখন বৃদ্ধের স্ত্রী ফ্ল্যাটে ছিলেন না বলে খবর। তিনি রয়েছেন দিল্লিতে। তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। যে জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটা পুরোটাই ঘিরে রাখা হয়েছে। এখনও মাটিতে লেগে রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। আসছে ফরেনসিক টিমও। দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দাদের।

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের বার্ষিকীতে মৃতদের শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের বার্ষিকীতে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ২ ডিসেম্বর ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের ৩৯তম বার্ষিকী। সেই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার এই বিপর্যয়ের বার্ষিকীতে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন এমন মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
তিনি শ্রদ্ধা বার্তায় লিখেছেন,' ভোপাল গ্যাস বিপর্যয় আমাদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান জীবন কেড়ে নিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় যারা অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আমার অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধা জানাই।ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, এমন অন্ধকার রাতের পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয় এবং সমাজকে যেন কখনও এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে না হয়'।
রবিবার ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভোপালের করোন্দে ভোপাল মেমোরিয়াল হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে (বিএমএইচআরসি) একটি সর্বধর্ম সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নির্বাচনের ফলাফল গণনার দিনে ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও এই সর্বধর্ম সভায় যান এবং গ্যাস বিপর্যয়ে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
তিনি বলেন, ' আজও বিপর্যয়ের সেই রাতের কথা মনে পড়লে আমরা কেঁপে উঠি। বিষাক্ত গ্যাসে আমাদের হাজার হাজার ভাই-বোন ও শিশু প্রাণ হারিয়েছে। ভোপালের সেই দৃশ্য ভোলা যায় না। আমি সেই সকল ভাই ও বোনদের পায়ে আমার শ্রদ্ধা জানাতে চাই। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অনেকের মূল্যবান জীবন কেড়ে নিয়েছে'।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাষ্ট্রপতি মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে রবিবার তাঁর ১৩৯-তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করেছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং গোটা দেশের মানুষ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
মোদী এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের গভীর বুদ্ধিমত্তা এবং আমাদের ইতিহাসের সংকটময় মুহূর্তে তাঁর অটল নেতৃত্ব অত্যন্ত গর্বের বিষয়। গণতন্ত্র ও ঐক্যের বিজেতা হিসেবে তাঁর প্রচেষ্টা প্রজন্মান্তরে প্রতিধ্বনিত হবে।
প্রতিটি প্রজন্ম তাঁকে মনে রাখবে, জন্ম বার্ষিকীতে তাঁকে জানাই শত শত প্রণাম''। এছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টিও প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং গণপরিষদের স্পিকার, ''ভারতরত্ন'' ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানায়।

ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচন : ভোট গণনার দিনে সমস্ত প্রার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিন সমস্ত প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রবিবার ছত্তিশগড়ে ভোট গণনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল ৯০-সদস্যের বিধানসভায় সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'আজ আদেশের দিন। ''জনতা জনার্দন'' কে স্যালুট। সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভ কামনা।'
মোট ১,১৮১ জন প্রার্থী ৯০ সদস্যের বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। রবিবার সকাল ৮টা থেকে ছত্তিসগড়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটগণনা শুরু হয়েছে। ছত্তিসগড় রাজ্যে দুই দফায় ভোট হয়েছে। প্রথম ধাপে ৭ নভেম্বর ২০টি আসনে ২২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। দ্বিতীয় ধাপে ১৭ নভেম্বর ৯৫৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। দ্বিতীয় ধাপে বাকি নির্বাচনী এলাকায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৮ সালে, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ৬৮টি আসন জিতেছিল এবং বিজেপি ১৫টি আসন জিতেছিল।

রবিবার আন্তর্জাতিক প্রতিবন্দি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্ব ঐতিহ্যের ফলকে ব্রাত্য স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোলপুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব ঐতিহ্যের ফলকে ব্রাত্য স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বিতর্কিত ফলক দ্রুত সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। সেই নির্দেশের দুই সপ্তাহের বেশি অতিক্রান্ত, এখন রয়ে গিয়েছে বিতর্কিত ফলকগুলি। কেন এখনও ফলকগুলি নিয়ে নির্বিকার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, উঠছে প্রশ্ন। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর থেকে শুরু করে আশ্রমিক, প্রাক্তনীরা।যদিও, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক বলেন, 'আমরা কেন্দ্রকে পাঠিয়েছি ফলকের লেখা। সব কিছু নিয়ম মাফিক তো করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেসকো বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনকে "ওয়ার্ল হেরিটেজ" তকমা দিয়েছে। সেই সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তিনি তিনটি শ্বেত পাথরের ফলক বসিয়েছিলেন। সেই ফলকে আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উপাচার্য হিসাবে নিজের নাম দিয়েছিলেন। অথচ, ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ব্রাত্য স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যা নিয়ে সোরগোল পরে যায়। রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, পড়ুয়া, প্রাক্তনীরা প্রতিবাদে পথে নামে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সরব হন এর বিরুদ্ধে। এমনকি, এই ফলকগুলি বেআইনি ভাবে বসানো হয়েছে বলে ৪ নভেম্বর শান্তিনিকেতন থানায় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার। বিতর্কের মাঝেই ৮ নভেম্বর উপাচার্য হিসাবে মেয়াদ শেষ হয় বিদ্যুৎবাবুর। নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হয়েছেন সঞ্জয় কুমার মল্লিক।

১৫ নভেম্বর বিতর্কিত ফলকগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেওয়া নতুন ফলক বসানোর নির্দেশও নিয়েছে মন্ত্রক। সেই নির্দেশের দুই সপ্তাহের বেশি পার হয়ে গেল। এখন স্বমহিমায় ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ, রবীন্দ্রভবন ও গৌরপ্রাঙ্গণে রয়েছে গিয়েছে বিতর্কিত ফলকগুলি। যা নিয়ে কোন হেলদোল নেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। আর এতেই ক্ষিপ্ত ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রবীণ আশ্রমিক, প্রাক্তনীরা।সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, 'দ্রুত কোন কাজ করার অভ্যাসটা চলে গিয়েছে। এখনই এই ফলক তুলে দেওয়া উচিত। কেন এখনও এই ফলক আছে? এটা কর্তপক্ষের গাফিলতি অবশ্যই।'প্রবীণ আশ্রমিক কল্পিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই ফলকের কোন ভিত্তি নেই। এখনই সরিয়ে ফেলা উচিত ফলকগুলি। আর ফলকে গুরুদেবের পাশাপাশি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও যোগ করা উচিত।'

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী নূরুল হক বলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কি শান্তিনিকেতন ভাবা যায়। এখনও কেন আছে এই বেআইনি ফলক। দ্রুত সরিয়ে দেওয়া উচিত। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কেন চুপ। আমরা এটা ভালো ভাবে দেখছি না।'

সরকারি টাকায় উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মমতা, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইয়ের ছেলের বিয়েতে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন সরকারি টাকায়,এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বিরোধী দলনেতা বলেন 'এর সঙ্গে সরকারি কর্মসূচির কোনও যোগাযোগ নেই।'

শনিবার কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে দলের এক কর্মীকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ও বিয়েবাড়িতে যাচ্ছে। ওর ভাই কার্তিক না কে আছে একটা মোটকা। তার একটা ব্যাটা আছে, তার বিয়েবাড়িতে যাচ্ছে। সরকারি টাকায় পুলিশ নিয়ে, হেলিকপ্টার আর প্লেন নিয়ে বিয়েবাড়িতে যাচ্ছে। আমিও শিলিগুড়ি যাচ্ছি। আমি ওর মুখোশ খুলব।'

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৬ ডিসেম্বর রওনা দেবেন উত্তরবঙ্গ সফরে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারাগার থেকে মুক্ত পুনরায় রাজনীতির ময়দানে মোহিত হোজাই

হাফলং (অসম) ৩ ডসেম্বর (হি.স.) : কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় রাজনীতির ময়দানে পা রাখলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য মোহিত হোজাই। শনিবার ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংব্রাতে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসো রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং ক্রীড়া ও যুব কল্যান মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসো সাংসদ হরেন সিং বে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির প্রভারী রতন টেরণ ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন ও বিজেপির কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এএসডিসি দল ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপি দলে যোগদান করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তথা পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া নেতা মোহিত হোজাই। গত ১৮ অক্টোবর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মোহিত হোজাই খোলা আকাশের নীচে আসার পর থেকেই আবার সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। শনিবার বিজেপি দলে যোগ দিয়ে মোহিত হোজাই বলেন চৌদ্দ বছর কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়ে মুক্ত হওয়ার পর বিজেপি দলে তার নতুন জন্ম বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন এবার তিনি দলীয় নিয়ম নীতি মেনে দলের স্বার্থে তিনি কাজ করে যাবেন। তবে আগামী উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে মোহিত হোজাই বলেন দল যদি তাকে টিকিট প্রদান করে তাহলে তিনি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের পশ্চিম মাইবাং আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা সাংবাদিকদের বলেন শনিবার ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংব্রাতে বিজেপি দলে এক বিশাল যোগদান কার্যসূচী ও কার্যকর্তা সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আর এই অনুষ্ঠানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য মোহিত হোজাই বিজেপি দলে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করার পাশাপাশি কংগ্রেস ও অনান্য রাজনৈতিক দল ছেড়ে অনেক সন্মানীয় ব্যক্তি বিজেপি দলে যোগদান করেন। ভবেশ কলিতা বলেন দেবোলাল গার্লোসোর নেতৃত্বে ডিমা হাসাও জেলা শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার ডিমা হাসাও জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করছে। তাছাড়া অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিমা হাসাও জেলার বিকাশের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। এমনকি স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা গার্লোসোকে রাজ্য মন্ত্রী সভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদ দিয়ে পাহাড়ি জেলার সার্বিক বিকাশ সাধনে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাই পাহাড়ি জেলার মানুষ শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলছেন। পাহাড়ি জেলার মানুষ বিজেপির এধরণের উন্নয়ন মূলক কাজ দেখে অনেক খুশী বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন আগামী অনুষ্ঠিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি দল ২৮ টি আসনের মধ্যে ২৮ টি আসনে জয়ী হয়ে পুনরায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ক্ষমতায় ফিরতে সক্ষম হবে বলে দাবি করেন ভবেশ কলিতা।

বালুরঘাটের মধ্যে রাতে সরকারি বাস পরিষেবা, জানালেন পার্থপ্রতিম রায়

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.): উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ও বালুরঘাট-কোচবিহার রাত্রিকালীন বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে। এই দুই শহরে রাত্রি কালীন সরকারি বাস পরিষেবা নেই। বেশ কিছু নতুন বাস আসছে সংস্থার হাতে। তারপরই এই বাস পরিষেবা চালু হবে। শনিবার বালুরঘাটে সরকারি বাস ডিপো পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়।বর্তমানে বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি ও কোচবিহার রুটে রাতে সরকারি বাস চলে না। এবার ওই রুটে রাত্রীকালীন বাস চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। শিলিগুড়ি ও কোচবিহার রুটে বালুরঘাট থেকে রাত্রীকালীন এসি বাস দেওয়া হবে। শনিবার বালুরঘাটে সরকারি বাস ডিপো পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানালেন ওই সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসেন পার্থ প্রতিম রায়। বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের কাছে পুজো দেন। এরপর আজ বালুরঘাটে সরকারি বাস ডিপো ঘুরে দেখার পাশাপাশি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাদের সমস্যার কথা শোনেন। শুধু নতুন বাস নয়, বালুরঘাট স্টেট বাস টার্মিনাসকেও নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ফ্লোর ও নতুন বিল্ডিং করে নবরুপে সাজানো হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, গৌড়বঙ্গের পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে বিশেষ বাস চালুর চিন্তাভাবনা করছে সংস্থা।

মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.)। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন-২০২৩-এর অধীনে ২৩০টি আসনের ভোট গণনা রবিবার সকাল ৮ টায় ৫২টি জেলা সদরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে শুরু হয়েছে। এবার রাজ্যের ২৩০ টি আসনের ২৫৩৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা অনুপম রাজন জানান, সকাল ৮টা থেকে ৫২টি জেলা সদরে স্থাপিত কেন্দ্রে ভোট গণনা শুরু হয়। ভোট গণনার জন্য ২০ হাজার ২৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মোতায়েন করা হয়েছে। সবার আগে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট গণনা শেষ হলে, প্রতিটি প্রার্থীর প্রাপ্ত পোস্টাল ভোট ঘোষণা করা হবে। এরপর সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ইভিএমে রেকর্ডকৃত ভোট গণনা করা হবে। সমস্ত গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনার রাউন্ড ভিত্তিক ফলাফল প্রদর্শিত হবে।

তিনি বলেন, গণনাস্থলে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সমস্ত জেলা নির্বাচন অফিসার, পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের গণনা কেন্দ্রে কঠোরভাবে নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গণনা কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্স এবং মেডিকেল কর্মীদের সহ চিকিতার সুবিধাও উপলব্ধ করা হয়েছে।

রাজন বলেন, ভোট গণনার ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট ঙ্ঘ্ঠদ্ম://ত্রস্ল্ডন্ঠ্ঠ.ত্রত্থ.ল্পন্ত্থদ্র এবং ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপেও দেখা যাবে। ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়াও, ভোট গণনার ফলাফল ঙ্ঘ্ঠদ্ম://ত্বত্রদ্রব্থত্মঙ্খদ্মন্থত্মত্রন্স্ল্ডন্ঠ্ঠ.ল্পন্ত্থদ্র-এও প্রদর্শিত হবে।

এটি উল্লেখযোগ্য, মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের অধীনে, ১৭ নভেম্বর রাজ্যের ২৩০টি আসনের জন্য একক ধাপে ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল। এবার রাজ্যে রেকর্ড ৭৭.১৫ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

রাজন বলেন, রাজ্যে ইভিএম গণনার জন্য ৪ হাজার ৩৬৯টি টেবিল এবং পোস্টাল ভোট গণনার জন্য ৬৯২টি টেবিল স্থাপন করা হয়েছে। ইভিএম ভোট গণনার জন্য সর্বাধিক ২৬ রাউন্ড হবে ১৯৩-ঝাবুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবং সর্বনিম্ন ১২২ রাউন্ড হবে দাতিয়া জেলার ২০-সেভধা বিধানসভা কেন্দ্রে।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নয় বাস যাত্রী

ইসলামাবাদ, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : পাকিস্তানের গিলগিট বাল্টিস্তান অঞ্চলে একটি যাত্রীবাহী বাসে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নয়জনকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও ২৬ জন।

জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় চিলাসের কাছে গিলগিট থেকে রাওয়ালপিন্ডিগামী বাসটিতে হামলা চালানো হয়। হামলার পর চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সামনে থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। চিলাসের উপ-পুলিশ কমিশনার আরিফ আহমেদ বলেন, নিহতদের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে দুই সেনাও রয়েছেন।

ফের মধ্যরাতে আটক আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের একবার মধ্যরাতে অবস্থানরত চাকরিপ্রার্থীদের প্রিজন ভ্যানে আটক করল পুলিশ। ২০০৯ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীরা শনিবার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে যে অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছিল সেই কর্মসূচিতে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হতে দেখা যায়। পরবর্তীতে তাদেরকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, রাত ন'টা নাগাদ ফের তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়।

এরইমধ্যে লালবাজার থেকে ছাড়া পেয়ে ফের রণংদেহী মূর্তিতে দেখা যায় চাকরিপ্রার্থীদের। আবারও গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থান শুরু করেন। কিন্তু, মধ্যরাত পেরিয়ে যেতেই গান্ধী মূর্তির চারপাশে বাড়তে থাকে পুলিশের সংখ্যা। আসেন ময়দান থানার কর্তারাও। ফের শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। উঠতে থাকে স্লোগান। শেষে পুলিশ আবারও চাকরিপ্রার্থীদের আটক করে নিয়ে যায়। যদিও বারবার পুলিশি বাধার মুখে পড়েও তাদের দাবি নিয়ে অনড় চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের কথায়, 'যতবার আটক করতে পারে করুক, ছাড়া পাওয়ার পর আবারও এই গান্ধী মূর্তির পাদদেশেই অবস্থান চলবে, লড়াই চলবে।

প্রসঙ্গত, বাইশের অক্টোবরের একদম শেষদিকে এরকমই একই ঘটনা ঘটেছিল তিলোত্তমা। সেই দিনও সল্টলেকের করুণাময়ীতেও টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিলেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। রাত একটু গভীর হতেই আচমকা গোটা এলাকায় বাড়তে থাকে পুলিশের আনাগোনা। রাত ১০টার কিছু পরে গোটা এলাকা কার্যত পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে যায়। রাত ১২টা বাজতে না বাজতে পুলিশের বুটের শব্দ আরও জোরালো হতে থাকে। ঘড়ির কাটা ১২টার গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই শুরু হয় পুলিশি অভিযান। কার্যত টেনে হিঁচড়ে তুলে দেওয়া হয়। তেইশের নভেম্বরে যেন বাইশের অক্টোবরের পুনরাবৃত্তি।

তেলেঙ্গানায় বামেদের অস্তিত্ব রক্ষা, মরু রাজ্যে হারালো দুই আসন

● প্রথম পাতার পর

তেলেঙ্গানায় ও ছত্তিসগড়ে কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব ছিল না। খুবই অল্প সংখ্যক ভোট পেয়েছিল তাঁরা। আজ তেলেঙ্গানায় কোথাগুডেম আসনে সিপিআই প্রার্থী কুনামনেনি সিম্বাশিবা রাও ২৬৫৪৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

আবির খেলা ও মিছিলে মাতল নেতাকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

ভোট গণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনটি রাজ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্রিশগড় জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির। সেই আনন্দে কুমারঘাট মহকুমার তিনটি বিধানসভায় রেলির মাধ্যমে বিজয়ী মিছিল করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব সহ কর্মীরা । ফটিকরায় বিধানসভার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে এক রেলীর মাধ্যমে ফটিকরায় বাজার পরিক্রমা করলেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিজয় উল্লাসে সন্ধ্যা রাতে ।

ওই রেলিতে উপস্থিত ছিলেন ফটিকরায় কেন্দ্রের বিধায়ক তো তার রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। একইভাবে ফল ঘোষণার পরেই পাবিয়াছড়া বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয় থেকে বিজয়ী মিছিল বের হয় গেরুয়া আবিরে রাঙ্গিয়ে বাজি ফুটিয়ে ওই মিছিলটি কুমারঘাট রাজপথ কাঁপিয়ে বাজার পরিক্রমা করে পাবিয়েছড়া বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ের সমাপ্তি হয় ।

ভর দুপুরে শতাধিক কর্মী সমর্থনের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে গেরুয়া আবির মাখলেন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। তিন রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মোদিজীর সুশাসন এবং উন্নয়নের সাক্ষী আছেন জনতা,এটাই প্রমাণিত হয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহুর্তে বড়সড় সাফল্য এটাই প্রমাণিত হয় ২৪ নিবাচনে বিপুল সংকট আসন নিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে মোদিজীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।জনতা জনার্দনদেরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভগবান।একই আবাসে পেঁচারথল বাজারে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় মিছিল । বিজেপির কার্যকর্তাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সেই মিছিলে শামিল হলেন সান্তনা চাকমা ।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পেছারথল মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি আশুতোষ ধর, বিএসসির চেয়ারম্যান সজল চাকমা সহ অন্যান্যরা ।

'জনগণকে স্যাল্যুট'

● প্রথম পাতার পর

৩ রাজ্যে বিজেপির জয়ের নিউক্লিয়াস তিনিই। রাজস্থানের বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া থেকে মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান বা ছত্রীসগড়ের রমন সিং-রা একবাক্যে জয়ের কৃতিত্ব তাঁকেই দিয়েছেন। তিনি বিজেপির এই মুহূর্তে একমেবদ্বিতীয়ম নেতা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। বলতে দ্বিধা নেই বুথ ফেরত সমীক্ষা কিন্তু বিজেপিকে ৪৮ ঘন্টা আগেও হতাশ করেছিল। রাজস্থানে পালাবদলের ইঙ্গিত মিললেও ছত্তিশগড় নিশ্চিত ভাবেই কংগ্রেসের দখল করার কথা। আর মধ্যপ্রদেশে অধিকাংশ সমীক্ষাই কংগ্রেসকে এগিয়ে দেয়। যার জন্য গেরুয়া শিবিরের চিন্তা বেড়েছিল। কিন্তু রবিরার সকাল হতেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায় রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। এমনকি ছত্তিশগড়ও ভূপেশ বাঘেলকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এই ট্রেন্ড বেলা বাড়লেও আর পরিবর্তন হয়নি। তেলঙ্গনায় বিজেপি জেতেনি, সেই জয়ের প্রত্যাশাও ছিল না। আর এই বিপুল সাফল্যের পর রবিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির বিজেপি সদর দফতরে পা রাখেন নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ অনেকেই। গেরুয়া কর্মী এবং সমর্থকেরা ভিড় জমান দফতরের সামনে। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে চান তাঁরা। এদিন দলের সদর দফতর থেকে তিন রাজ্যের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। "ভারত মাতা কি জয়। আওয়াজ যেন তেলেঙ্গানা পর্যন্ত যায়। আজ সততার জয়। আজ জনতার জয়। ' এদিন বিজেপি কর্মীদের প্রশংসা করেছেন মোদী, বলেন বিজেপির কর্মকর্তাদের আজ প্রশংসা করব। আপনাদের কষ্টের ফল আজ আমরা পাচ্ছি। আমাদের সভাপতি নড্ডাজির রণনীতির জন্য এই জয়ের ভাগিদার তিনি। তাঁরও প্রশংসা প্রাপ্য। বিপুল জয়ে নারীশক্তিকেও কৃতিত্বের ভাগীদার করেছেন মোদী। তিনি বলেন, কথায়, 'নারীশক্তির উন্নয়ন ছিল বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। সেই চেষ্টা করে গিয়েছি। মহিলারা আশীর্বাদ করেছেন। দেশের সব মা-বোনকে বলছি, বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা ১০০ শতাংশ পূরণ করব। এটা মোদীর গ্যারান্টি।'

আজ দলের জয়লাভ প্রসঙ্গে একাধিক ইস্যুতে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই ভোটে জাতপাতের ভিত্তিতে দেশকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, আমি বলেছিলাম, আমার কাছে চারটি জাত গুরুত্বপূর্ণ- নারী শক্তি, যুব শক্তি, কিষাণ ও গরিব পরিবার।'

তিনি বলেন, 'আজ প্রতিটি গরিব বলছেন যে তিনি জয়ী হয়েছেন। প্রত্যেক বঞ্চিত মানুষের অনুভূতি হচ্ছে যে তিনি জিতেছেন। প্রত্যেক চাষি বলছেন যে ভোটে তিনি জিতেছেন। আজ, প্রত্যেক আদিবাসী ভাই-বোন খুশি। তাঁর বক্তব্য উঠে আসে ভোটে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গও। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি সর্বদা ভবিষ্যদ্বাণী করা থেকে বিরত থেকেছি। কিন্তু, এবার আমি সেই নিয়ম ভেঙেছি। রাজস্থানে আমি বলে এসেছিলাম যে কংগ্রেস ফিরবে না। রাজস্থানের মানুষের উপর আমার আস্থা ছিল।'

পদ্মশ্রী থাঙ্গা ডার্লং প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের সংস্কৃতি জগতে এক অপূরনীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি রাজ্যের এই রত্নসন্তানের সকল গুনমুগ্ধ ও পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন। এই বিয়োগ ব্যথা সহ্য করার শক্তি যেন প্রিয়জন সকলকে ঈশ্বর প্রদান করেন এই কামনা করেছেন ও বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। থাঙ্গা দারলংয়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি বলেন থাঙ্গা দারলং ছিলেন ঊনকোটি জেলার প্রথম পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্ব। উনার মৃত্যুতে রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখনও মন্ত্রী টিংকু রায় উনার বাসভবনে গিয়ে দেখে আসেন। আজও মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উনার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকেদের উনার অন্তষ্টি ক্রিয়ার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করে আসেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর মর্মাহত হয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, লোক সংস্কৃতিতে তাঁর গৌরব-উজ্জ্বল অবদান ত্রিপুরাবাসী, সর্বোপরি সমগ্র দেশ সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখবে। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছেন বিপ্লব এবং তাঁর পরিবার, পরিজন ও অগণিত গুনমুগ্ধদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, রামপ্রসাদ পাল।

মোদী ঝড়ে কুপোকাৎ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

থাকার প্রবণতা অনুযায়ী বিজেপি ইতিমধ্যে ৪৯ আসনে জয় পেয়েছে। আরও ৫টি আসনে এগিয়ে থেকে রাজ্যে ৫৪টি আসনে জিততে চলেছে বিজেপি। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ৩৩টি আসেনে জিতেছে। ২টি আসনে এগিয়ে থেকে এখানে কংগ্রেস দখল করতে পারে ৩৫টি আসন। একটি আসনে জিতেছে মায়াবতীর বিএসপি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পাঁচ বছর আগে এই রাজ্যে চমক দিয়েই সরকার গড়েছিল কংগ্রেস। পাঁচ বছর পর চমক দিয়েই সরকার হারাল তারা। উন্নয়ন তাস এখানেও কাজে লাগাল বিজেপি।

অপরদিকে, তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনে বিআরএস'কে ক্ষমতাচ্যুত করে কংগ্রেস মসনদে বসতে চলেছে। ১১৯ আসন বিশিষ্ট তেলেঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেস ৬৪টি আসন দখল করেছে। দক্ষিণী ঐ রাজ্যে কেসেআর'র দল বিআরএস ১০ বছর বাদে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। বিআরএস ৩৯টি আসন পেয়েছে। এদিকে, বিজেপি ৮টি, এআইএমআইএম ৭টি এবং সিপিআই ১টি আসনে জয়ি হয়েছে।

এদিকে, তেলেঙ্গায় ক্ষমতাচ্যুত এক দশকের কেসিআর সরকার। দলের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন কেসিআর-পুত্র কে টি রামা রাও।দলের পরাজয়ে এক্স হ্যান্ডেলে হতাশা প্রকাশ করেন কে টি রামা রাও।

রবিবার ভোটের ফল গণনায় দেখা যায় ১১৯ আসনের তেলঙ্গানা বিধানসভায় ৬৪ আসনে জিতে রাজ্যে সরকার গড়ছে কংগ্রেস। ক্ষমতাসীন বিআরএস নেমে গেছে চল্লিশের নিজে। দলের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন কেসিআর-পুত্র কে টি রামা রাও। লিখেছেন, "লাগাতার দু'বার সরকারে এনে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য তেলেঙ্গানাবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ। আজকের ফলাফল নিয়ে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু হতাশা রয়েছে। আমরা যেমন আশা করেছিলাম, তেমন হয়নি। তবে এখন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব।" নির্বাচনে সাফল্যের জন্য কংগ্রেসকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন কে টি রামা রাও।

অন্যদিকে, ভোটের গণনা চলার মধ্যেই আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের জন্য তেলঙ্গানা পুলিশের ডিজি, অঞ্জনি কুমারকে বরখাস্ত করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। গণনা চলাকালীনই তেলঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যে কংগ্রেসের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মুখ, রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন অঞ্জনি কুমার। তাঁকে জয়ের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর সেই কারণেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডিজিপি অঞ্জনি কুমার অবশ্য একা নন, রাজ্যের সম্ভাব্য পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের আরও দুই বড় কর্তা — অতিরিক্ত ডিজি মহেশ ভাগবত এবং অতিরিক্ত ডিজি (আইন শৃঙ্খলা) সঞ্জয় কুমার জৈন। ডিজিপিকে সাসপেন্ড করার পাশাপাশি বাকি দুই পুলিশ কর্তাকে শোকজ করেছে কমিশন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, তেলঙ্গানায় কংগ্রেস ৬৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। আর ক্ষমতাসীন বিআরএস এগিয়ে ৪০টিতে। এছাড়া, বিজেপি ৮টিতে এবং সিপিআই একটিতে এগিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ, রাজ্যে পালাবদল ঘটতে চলেছে। বিআরএস-কে সরিয়ে ক্ষমতায় আসছে কংগ্রেস, এটা একরকম স্পষ্ট। বস্তুত গণনার শুরু থেকেই তেলঙ্গানায় বিআরএস-কে পিছনে ফেলেছিল কংগ্রেস। এদিন দুপুরে দণনার প্রাথমিক প্রবণতায় কংগ্রেস এগিয়ে যেতেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে অন্য দুই পুলিশ কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রেবন্ত রেড্ডির বাড়িতে পৌঁছন অঞ্জনি কুমার। সূত্রের খবর, তাঁর বদলে রাজীব রতন কুমার রাজ্যের নতুন ডিজিপি হচ্ছেন। রেবন্ত রেড্ডির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনিই উপস্থিত থাকবেন রাজ্য পুলিশের ডিজি হিসেব।

মজার বিষয় হল, আজ যে রেবন্ত রেড্ডির প্রতি অযাচিত সমর্থন প্রকাশ করে সাসপেন্ড হলেন অঞ্জনি কুমার, সেই রেবন্ত রেড্ডিই গত অক্টোবর মাসে অঞ্জনি কুমার এবং তেলঙ্গানা পুলিশকে বিআরএসের ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী বলে নিন্দা করেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে নির্বাচনের প্রচার চলছিল। প্রচারের সময় অঞ্জনি কুমার এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনী বিরোধীদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন রেবন্ত কুমার। নির্বাচন কমিশনকে লিখিত অভিযোগে রেবন্ত কুমার বলেছিলেন, অঞ্জনি কুমার অন্ধ্র প্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর আশীর্বাদেই তিনি রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদ পেয়েছেন। সেই কৃতজ্ঞতা ফিরিয়ে দিতেই তিনি বিরোধীদের দমন করার জন্য বাহিনীকে ব্যবহার করছেন। এদিন পাশা পাল্টানোর ইঙ্গিত মিলতেই, অঞ্জনি কুমার রেবন্ত রেড্ডির ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁর ডানা ছেঁটে দিল নির্বাচন কমিশন।

বিলোনিয়ায় রিডবান একাডেমির ৭ম বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

রবিবার সন্ধ্যা শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামের মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠান। এইদিনের সন্ধায় এক আলাদা অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়,অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা,বিলোনীয়া পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকার সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকগন, রিডবান একাডেমির প্রিন্সিপাল রাকেশ দেব আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন অনুষ্ঠান পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা পেয়েছি , উনি সকলের সুসতা কামনা করেন।

ধলাইয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গন দিবস পালিত

● আটের পাতার পর

প্রতিনিধি বাদল ভট্টাচার্যী সহ অন্যান্যরা। এদিন ধলাই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিব্যাঙ্গজনরা উপস্থিত ছিলেন।

ধলাইজেলা দিব্যাঙ্গজন পূর্ণবাসন কেন্দ্রে দিব্যংঈজন ভাই-বোনদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি পুরস্কারও বিতরণ করা হয় এদিন। পাশাপাশি দিন দুইজন দিব্যংজনকে হুইলচেয়ার দেওয়া হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দিব্যাঙ্গ সহ অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

কোচবিহার : সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় সপ্তজিৎ
গোয়া জয়ের হাতছানি ত্রিপুরার সামনে

ত্রিপুরা-১৮০ত ২৮৭/৭ গোয়া-২১৫

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	ড্র	গড়	প:
মুম্বাই	৬	৫	১	০	১.৯৫২	২০
কেরালা	৬	৫	১	০	১.৯১৬	২০
ত্রিপুরা	৬	৩	৩	০	০.৪৮৫	১২
রেলওয়েজ	৬	৩	৩	০	০.১৯৪	১২
সৌরাষ্ট্র	৬	৩	৩	০	০.০০৪	১২
ওড়িশা	৬	৩	৩	০	-০.১৮৭	১২
পন্ডিচেরি	৬	২	৪	০	-১.০২৮	৮
সিকিম	৬	০	৬	০	-৩.২২১	০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ঘুরে দাড়ালো ত্রিপুরা। ব্যাটসম্যানদের হাত ধরে। এখন লক্ষ্য থাকবে শেষ দিনে বোলারদের দিকে। বোলাররা যদি জ্বলে উঠতে পারে তাহলে মরশুমে প্রথম জয় পাবে ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। গোয়ার পানজিম ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছেন ২৫২ রানে। ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসে ১৮০ রানের জবাবে স্বাগতিক গোয়া ২১৫ রান করেছিলো। ৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান করে।রাজ্যদলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত, সপ্তজিৎ দাস এবং প্রীতম দাস অর্ধশতরান করেন। সোমবার শেষ দিনে দ্রুত আরও কিছু রান তুলে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপাবে ত্রিপুরা। দ্বিতীয় দিনের কোনও উইকেট না হারিয়ে ৪২ রান নিয়ে খেলতে নেমে ত্রিপুরা রবিবার ৯৬ ওভার ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান করে। দুই ওপেনার দ্বীপজয় দেব এবং দেবাংশু দত্ত ওপেনিং জুটিতে ১৩৮ বল খেলে ৮৪ রান যোগ করেন। দবীপজয় ৭৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রান করে আউট হওয়ার পর আবারও ব্যর্থ হয়েছেন দীপঙ্কর ভাটনাগর (৯)। ওই অবস্থায় দেবাংশু এবং প্রীতম দাস রুখে দাড়ান। এবং ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। দেবাংশু ১১৯ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪ রান করেন। চতুর্থ উইকেটে প্রীতমের সঙ্গে রুখে দাড়ান সপ্তজিৎ দাস। শুরু হয় পাল্টা প্রতিরোধ। ঠান্ডা মাথায় দুজন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। ওই জুটি ২৭৪ বল খেলে ১৩৮ রান যোগ করেন। প্রীতম ১৮২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রান করেন। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রান করে। সপ্তজিৎ ১৪৯ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২ রানে অপরাজিত থেকে যান। গোয়ার পক্ষে শ্রীভাষ্ক দেশাই ২৭ রান দিয়ে ৩ টি এবং পুনডেলিক নাইক ৬২ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। সোমবার সপ্তজিতের শতরানের জন্য সম্ভবত অপেক্ষা করবে রাজ্যদল। এরপরই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপাবে।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ধর্মনগরকে হারালো বাঘাযতীন মর্নিং ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বয়স একটা নিছক সংখ্যা মাত্র। খেলোয়ার জীবনে সিন্থেটিক এস্ট্রোটার্ফে খেলার সুযোগ হয়নি। প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে নেমে সত্যিই ধর্মনগর এবং আগরতলার বর্ষিয়ান প্রাক্তন ফুটবলাররা এটাই প্রমাণ করেছেন যে তাদের পায়ের ফুটবল জাদু এখনো ফুরিয়ে যায়নি। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিন্থেটিক অ্যাস্ট্রোটার্ফ গ্রাউন্ডে রবিবার সকালে এক প্রদর্শনী প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাঘাযতীন মর্নিং ক্লাব সুদূর উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে আগত ধর্মনগর মর্নিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধের খেলায় বিজয়ী দল চার-শুন্য গোলে এগিয়েছিল। খেলা শেষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে দু দলের খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হয়। এই ম্যাচ আয়োজনের পেছনে মানুষ পত্রিকার সম্পাদক প্রিয়ব্রত তলাপাত্র-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকালের এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে মাঠে প্রচুর দর্শকাগমন হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সভাপতি সুশান্ত রায় এবং সম্পাদক শ্যামসুন্দর বসাক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জেআরসি-র সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে
সিরিজে সমতা ফেরালো গ্রামীণ ব্যাংক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। জয়ের ধারা অব্যাহত ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে। গত বছরের মতো এবারও পাঁচ উইকেটে জয় ছিনিয়ে দুই-দুই এ সিরিজে সমতা ফিরিয়ে এনেছে। এর আগের দু বছরের খেলায় জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব জয় লাভ করেছিল। পেশাগত প্রচন্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে ছুটির দিনে সবুজে ঘেরা ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ৫ উইকেটএর ব্যবধানে জেআরসি কে পরাজিত করেছে। জয় পরাজয় নিছক কাগজে-কলমে।

প্রকৃত পক্ষে বিনোদনমূলক একদিনের শরীরচর্চা এবং মতবিনিময়ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। টসে জিতে গ্রামীণ ব্যাংক প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে জেআরসিকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা ৮৯ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। জবাবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ সুপ্রভ ভৌমিক সেরা ব্যাটার্স-এর পুরস্কার পান। এছাড়া, সেরা বোলার হিসেবে অতনু ধর, সেরা ফিল্ডার হিসেবে বাপন দাস পুরস্কৃত হয়েছেন।

জেআরসি-র মেঘধন দেব ও অনির্বাণ দেব-এর ব্যাটিংও কিছুটা নজর কেড়েছে। জেআরসি-র পক্ষে অভিষেক দে, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, মনোজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অরূপ সিংহ রায়, দিব্যেন্দু দে, অভিষেক দেববর্মা, বিষ্ণুপদ বণিক এবং মিল্টন ধর ব্যাটে-বলে দারুন খেললেও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের অতনু ও শুভদীপ এর পাশাপাশি সুকান্ত , তনুময়ের বোলিংয়ে এবং সুপ্রভ, অভিষেক ও শুভ্রাংশুর ব্যাটিং এর কাছে হার মানতে হয়েছে। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে গ্রামীণ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার সন্তোষ কুমার রাওয়াত এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, টিজিবি-র জেনারেল ম্যানেজার শিশির কুমার প্রমুখ মাঠে উপস্থিত থেকে দু-দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ যুগিয়েছেন। দূরাভাসে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সহ সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ম্যাচের উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, দুদলের ক্যাপ্টেন অভিষেক দে এবং শুভ্রদীপ ভৌমিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ব্যাটে বলে দুরন্ত মণিশঙ্কর মুড়াসিং
বিজয় হাজারেতে মুম্বাই জয় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-২৮৮/৫ মুম্বাই-২১১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। মণিশঙ্কর মুড়া সিং এর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতেই দুরন্ত জয় পেলো ত্রিপুরা। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া শক্তিশালী মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। প্রথমে ব্যাট হাতে ঝড়ো অর্ধশতরান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে ত্রিপুরাকে আসরের তৃতীয় জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন ত্রিপুরার সহ অধিনায়কটি। ব্যাঙ্গালুরুর কিনি স্পোর্টস এরিনা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা ভি জে ডি ম্যাথডে ৪৩ রানে জয় পায়। ত্রিপুরার গড়া ২৮৮ রানের জবাবে মুম্বাই যখন ব্যাট করে তখন বৃষ্টি নামে। ফলে ওভার কমিয়ে ৪৩ করা হয়।

এবং রান দরকার ছিলো ২৬৫। কিন্তু গ্রুপের শীর্ষে থাকা মুম্বাই ২১১ রান করতে সক্ষম হয়। আসরে ৬ ম্যাচ খেলে ৩ টি ম্যাচে জয় পায় ত্রিপুরা।

৫ ডিসেম্বর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে পুদুচেরীর বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে মুম্বাইয়ের অধিনায়ক আজিঙ্ক রাহানে টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরু থেকেই বিপক্ষের বোলারদের উপর চড়াও হয় ত্রিপুরার ব্যাটসম্যান-রা। শুরুটা বিক্রম দেবনাথ করলেও শেষটা করেন অলরাউন্ডার মণিশঙ্কর মুড়াসিং। ২২ গজে রীতিমতো ঝড় তুলেন মণিশঙ্কর।

মণি-র দাপটেই ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৮ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে বিক্রম কুমার দাস ৭৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০, সুদীপ চ্যাটার্জি ৭৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০, গনেশ সতীশ ৬৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, মণিসঙ্কর মুড়াসিং ২৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ (অপ:) এবং রজত দে ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ (অপ:) রান করেন। মুম্বাইয়ের পক্ষে তুষার দেশপান্ডে ৫৭ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে মুম্বাই গুটিয়ে যায় ২১১ রানে। দলের ফ৭ আজিঙ্ক রাহানে ৮৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৮, জয় বিস্তা ৭০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ এবং এস এন খান ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন।

ত্রিপুরার পক্ষে মণিশঙ্কর মুড়াসিং ২৩ রান দিয়ে ৪ টি, পারভেজ সুলতান ২৬ রান দিয়ে ৩ টি এবং অভিজিৎ সরকার ৩২ রান দিয়ে ২ টি উইকেট ধকল করেন। দুরন্ত জয়ে রাজ্যদলের ক্রিকেটারদের অভিনন্দ জানান রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার তিন রাজ্যে বিজেপি'র জয়ের পর দলীয় কর্মীদের রাজপথে বিজয়োল্লাস। ছবি- নিজস্ব।

উদয়পুরে পালিত বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ডিসেম্বর।। আজ বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস।এই দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখতে উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাতাবাড়ি ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও টেপানিয়া ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শকের ব্যবস্থাপনায় উদয়পুর কীরিট বিক্রম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া,টেপানিয়া ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগন সিং মলসম,সি ডব্লিউ এস এন জেলা কোর্ডিনেটর মধুমিতা মজুমদার সহ অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ। মোট বারোটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করেছেন যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের শারীরিক শিক্ষক যথাক্রমে দিলীপ সরকার ও বন্দনা দেবনাথ। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ের হাতে পুরস্কার তুলেদেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার ,উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া,টেপানিয়া ব্লকের বিদ্যালয় পরিদর্শক ভগন সিং মলসুম, সি ডব্লিউ এস এন জেলা কোর্ডিনেটর মধুমিতা মজুমদার, উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন অপুরাম সরকার, বি আর পি যথাক্রমে করবী মজুমদার, জয়তী দেব, পৃথ্বীরাজ ধর ,অরুণ দে, উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের একাউন্টেন্ট আবুল কালাম মৈসান, অজয় মজুমদার, কাদের হোসেন, রবীন্দ্র চন্দ্র দাস, সঞ্জয় দাস, টেপানিয়া ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের অপর্না দাস সহ মাতাবাড়ি ও টেপানিয়া ব্লকের নব নিযুক্ত বিআরপিগন। প্রতিযোগিতায় উপস্থিত সকল বিশেষ ভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীরা সকলে পুরস্কার পেয়ে যারপরনাই পরনাই খুশি। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন চন্দ্রপুরের সঙ্গীত শিল্পী গোপাল দাস। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন অপুরাম সরকার।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস

রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলার অরুন্ধতীনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মেয়র বলেন, আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। দিব্যাঙ্গজনরা সাধারণ মানুষ থেকে কোনভাবে আলাদা নন। বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও তারা সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে। দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য বলেন, প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের 'দিব্যাঙ্গজন' নামকরণ করে তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে ও তাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেনসমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অচিন্তম কিলিকদার, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা শর্মিলা চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক বিপ্লব ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের দক্ষিণ জোনের চেয়ারপার্সন অভিজৎ মল্লিক, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ, সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য, সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম পাঁচজন দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রী ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ প্রথম পাঁচজন দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতক দিব্যাঙ্গজন দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আগরতলা পুরনিগমের পূর্ব জোনভিত্তিক বিকাশ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতিঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে আজ আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত পিএম-শ্রী কামিনী কুমার মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুশাসন ও বিকাশ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা পুরনিগমের পূর্ব জোনভিত্তিক এই শিবিরের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য, সমাজসেবী নবেন্দ ভট্টাচার্য, আগরতলা পুরনিগমের পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান সুখময় সাহা, পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনার মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, সমাজসেবী চন্দ্র শেখর দেব, সমাজসেবী চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ। শিবির উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।
শিবিরের উদ্বোধন করে মেয়র দীপক মজমদার বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রতিটি মানুষের ঘরে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গত ১৫ নভেম্বর প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি দেশব্যাপী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেন। সেই সাথে রাজ্যেও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানেরও সূচনা হয়েছে। এই দুই কর্মসূচির লক্ষ্য এখনও যারা সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তাদের কাছে প্রকল্পগুলির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, শিবিরে আসা নাগরিকরা যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহকারি পুর কমিশনার শান্তনু বিকাশ দাস। শিবিরে খুশি স্বসহায়ক দল ও অবতার স্বসহায়ক দলকে ১০ হাজার টাকা করে বিভলভিং ফাণ্ড দেওয়া হয়। তাছাড়া দিশারী স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জরীপত্র দেওয়া হয়। অতিথিগণ স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের হাতে এই সহায়তাগুলি তুলে দেন। শিবিরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয় থেকে ৫২ জন কৃষককে শীতকালীন সব্জীর চারা দেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে ১ জন মৎস্যচাষিকে মাছের খাবার দেওয়া হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে পুরনিগমের পূর্ব জোনের ১১টি ওয়ার্ডে ১টি করে ফুটবল, ভলিবল ও ভলিবল নেট দেওয়া হয়েছে।।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আগামী ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ কুঞ্জবনস্থিত ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের কার্যালয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস। ৮-১২ বছর ও ১২-১৬ বছর এই দুই বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই বিভাগে ১৫০ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশ নেয়।
বসে আঁকো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, মানব অধিকার কমিশন সমাজে পিছিয়েপড়া শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী, ছাত্র ছাত্রী, শিশু সকলের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। এই লক্ষ্যেই আজ স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার, শিশু অধিকার, লিঙ্গ সমতা, দিব্যাঙ্গজনদের অধিকার ও প্রবীণ নাগরিকদের অধিকারের বিষয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'মানবাধিকার সুরক্ষা' বিষয়ে স্লোগান প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। বসে আঁকো ও শ্লোগান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী ১০ ডিসেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি জানান, ২০১৬ সালে রাজ্যে ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশন গঠিত হয়।ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, ২০১৬ সাল থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কমিশনের কাছে মোট ৩৯০টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে জনসাধারণ থেকে পাওয়া ২৭০টি মামলা রয়েছে। ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশন স্বত:প্রণোদিত হয়ে ১২০টি মামলা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ৩৬৮টি মামলার নিপত্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে। যাতে ছাত্রছাত্রী সহ সকলে মানব অধিকার বিষয়ে সচেতন হন। এর প্রচার ও প্রসারে তিনি সাংবাদমাধ্যমকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের সদস্য সুবীর চন্দ্র সাহা, সদস্য বি কে রায়, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুণীত আগরওয়াল, ত্রিপুরা মানব অধিকার কমিশনের ডিএসপি লালহিম মলসম, কমিশনের ওএসডি অনিমেষ ধর প্রমুখ।

এইচএফটি'র খোয়াই শাখার বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা খোয়াই শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। খোয়াই জেলা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তাগণ। সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেছেন। ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কি হবে সে বিষয়েও এই সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাজ্য ব্যাপী নেশার বাড়বাড়ন্ত চলছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই অবস্থায় নেশার রমরমা রুখতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে বক্তারা আলোচনা করেছেন। হেপাটাইটিস বি এর প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সভায় উপস্থিত সংস্থার কর্মকর্তারা। গুরুত্বপূর্ণ এই বার্ষিক সভায় সার্বিক বিষয়ে আলোচনার পর পুরনো কমিটি ভেঙে সংস্থার ক্ষয় শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটি আগামী দিনে কিভাবে কাজকর্ম করবে সে বিষয়েও রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে এদিনের সভায়।

ধলাইয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গন দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ৩ ডিসেম্বর।। রবিবার রাজ্যের বিভিন্নস্থানে দিব্যাঙ্গন দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে ধলাই জেলা দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর ও ধলাইজেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ধলাই জেলা দিব্যাঙ্গজন পুনর্বাসন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনাদি সরকার, ধলাই জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক শঙ্ক শুভ্র সেন।: ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য মৃদুল দত্ত, দিব্যংগজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন বামুটিয়া বিধানসভায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ৩ ডিসেম্বর।। সরকারি ছুটির দিনে স্বেচ্ছাশ্রমের মধ্য দিয়ে রোগীদের সেবায় নিয়োজিত হলেন চিকিৎসকরা। ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশন বামুটিয়া বিধানসভার বাগবাড়িতে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় আজ।
এই স্বাস্থ্য শিবিরে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সহ অন্যান্য চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে এলাকার মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।
রবিবার এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিলা দাস সেন, বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বড়জলার প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর দিলীপ কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।
এদিন এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ দিলীপ কুমার দাস বলেন, চিকিৎসকরা ছুটির দিনে বাড়িতে থাকার পরিবর্তে বামুটিয়া এলাকাতে এসে যে স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন তার জন্য উনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন তিনি। এলাকার মানুষরা এই স্বাস্থ্য শিবিরে এসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ এবং চশমা নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন এইদিন।
আগামী দিনেও এ ধরনের শিবির ও সংঘটিত করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

কল্যাণপুরে পিনাকির হাত ধরে ১৩ পরিবারের ৫০ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ ডিসেম্বর।। আগামী ১২ ই ডিসেম্বর এর প্রস্তাবিত শহীদ সমাবেশকে সামনে রেখে এই সময়ের মধ্যে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিজেপি মন্ডল কমিটির অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি বুথ এবং শক্তি কেন্দ্র এলাকায় পার্টির উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি সংঘটিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের উঠানসভা থেকে শুরু করে দলীয় নানান প্রকারের সাংগঠনিক কার্যকলাপে সাধারণ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ জানান দিচ্ছে আগামী ১২ই ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হবে কল্যাণপুরে। আজ এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভারত মাতা শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে গোপালনগরের এলাকাতে এক সারা জাগানো সভা সংঘটিত হয় এবং এই সভার মধ্য দিয়ে ১৩ পরিবারের ৫০ জন ভোটার সিপিআইএম কংগ্রেস ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির শিবিরে যোগদান করেন বলে দল সূত্রে দাবি করা হয়।
নবাগতদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে বরণ করে নিয়ে বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষ বুঝতে পেরেছে উন্নয়নের জন্য একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যারা বিজেপিতে যোগদান করেছেন তিনি সকলকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি এখনো যারা বিভিন্ন বিরোধী দল গুলোর মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন যাতে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল হন। পাশাপাশি বিধায়ক তথা ত্রিপুরা তফসিল জাতী উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী আগামী ১২ তারিখ সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যাতে করে প্রস্তাবিত এই জনসমাবেশ ঐতিহাসিক রূপ ধারণ করে সেভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন রাখেন।

বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ সহ মিশ্র কৃষিতে ভর করে এগিয়ে চলছে কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ ডিসেম্বর।। খোয়াই জেলার কল্যাণপুর গোটা রাজ্যের অন্যতম একটা কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিংহভাগ অংশের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকে আঁকড়ে ধরে যুগ যুগ ধরে জীবন অতিবাহিত করছেন। তবে এই সময়ের মধ্যে গোটা কল্যাণপুরের সার্বিক পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কোনভাবেই কল্যাণপুর আগের অবস্থানে নেই , যোগাযোগ থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত প্রায় সব ক্ষেত্রেই কল্যাণপুর গোটা রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে নিজের মতো করে অস্তিত্ব জাহির করছে। বাদ নেই কৃষি ক্ষেত্রও। বর্তমানে গোটা কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে বিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলি, পূর্ব কল্যাণপুর, দ্বারিকাপুর, কুঞ্জবন ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু উদ্যোগী কৃষক প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষিকে কিভাবে তুলে ধরা যায়, কৃষির মানচিত্রকে কিভাবে বিকশিত করা যায় তার জন্য নিরন্তর ভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আমরা এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গার তথ্য থেকে বলিষ্ঠভাবে দাবি করতে পারি গতানুগতিক চাষবাসের বহর বর্তমান থাকার পাশাপাশি গোটা কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গায় কেউবা উদ্যান চাষ করে, কেউবা ফুল চাষ করে আবার কেউবা মিশ্র চাষ সহ মিশ্র কৃষিতে আঁকড়ে ধরে নতুন বার্তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সচেষ্ট। বলতে দ্বিধা নেই বর্তমান সময়ে সরকার বিকল্প অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিভাবে উদ্যোগী এবং উদ্যমি কৃষকদের নানান ভাবে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে চাষবাসে সাহায্য সহযোগিতা করছেন তার একাধিক নিদর্শন কল্যাণপুরের বিভিন্ন জায়গাতে রয়েছে। গোটা কল্যাণপুরের একাধিক সফল কৃষক রয়েছেন যাদের সফলতার খবর ইতিমধ্যে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্যান্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে, যা প্রকারান্তরে রাজ্যের আঙ্গিকে বিশেষ দিক।
এই সময়ের মধ্যে কল্যাণপুরে প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান সহ বাহারি সবজি চাষের পাশাপাশি ড্রাগন চাষ, মৌমাছি পালন, ফুলের চাষ, রকমারি মৎস্য চাষ ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। যদিও এটা ঘটনা কৃষির মানচিত্রে কল্যাণপুরের এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন বা এগিয়ে চলার পেছনে সার্বিকভাবে কৃষি দপ্তর, সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক সহ অর্থ প্রদানকারী সংস্থা সমূহের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
অতীত অভিজ্ঞতা, কল্যাণপুরের সার্বিক চিত্র সহ কৃষি বা বিকল্প অর্থনীতির ক্ষেত্র হিসেবে কল্যাণপুরের কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়ন দাবি করছে সরকারের আহ্বান অনুযায়ী প্রকৃত অর্থে বিকল্প অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ সহ কৃষিকাজের মেল বন্ধন যে সার্বিক অর্থেই অর্থনীতীকে ক্রমান্বয়ে বলিষ্ঠ করতে পারে এটা নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ ডিসেম্বর।। রবিবার প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়। তেলিয়ামুড়া টাউন হলের মাঠে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পুর পরিষদের পুরপিতা রূপক সরকার।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সহ পুরপিতা মধুসূদন রায় ,বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা ,পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন আধিকারিক ড :দীপ্তি বিকাশ রায় সহ অন্যান্য।উদ্বোধক হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর পিতা বলেন দিব্যাঙ্গনরা আমাদের মতোই মানুষ তাই তাদের প্রতিও সকলের যেন আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিব্যাঙ্গন দের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সবশেষে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

বিলোনিয়ায় রিডবান একাডেমির ৭ম বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ ডিসেম্বর।। আজ বিলোনীয়া আয্যকলোনী শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামের মুক্ত মঞ্চে ইংরেজি মাধ্যম নার্সারি ও প্রাইমারি স্কুল রিডবান একাডেমির ৭ম বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যায়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের বরন করে নেওয়ার পর প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের পর মঞ্চে কচিকাঁচা শিশুদের দ্বারা পরিবেশিত হয় জাতীয় সংগীত, এরপর নৃত্য, গান, আবৃত্তি,এইদিনের রিডবান একাডেমির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মুক্ত মঞ্চ ছাত্র,ছাত্রী, অবিভাবক,বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতি প্রেমীদের উপস্থিতিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।